ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 September 2021 ■ আগরতলা ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ৪ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিপুরায় সিপিএমে জীতেন সর্বাধিনায়ক, দিল্লী পাঠিয়েও রাজ্যের ব্যাটন তাঁর হাতেই অর্পিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক প্রয়াত গৌতম দাশের স্থলাভিষিক্ত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রাক্তন সাংসদ এবং জাতি উপজাতির মধ্যে জনপ্রিয় নেতা জীতেন চৌধুরী। সদ্য প্রয়াত গৌতম দাশের রাজ্য সম্পাদকের পদ তড়িঘড়ি পূরণ করার তাগিদ দেখা দেয়। আজ সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে জীতেন চৌধুরীকে রাজ্য সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। এই নির্বাচনে ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। রাজ্য সিপিএমে অতীতে দশরথ দেবের মতো সংগ্রামী নেতাকে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ সময় এই পদে উপজাতি নেতার অভিষেক খুব একটা দেখা যায়নি।

এইবার সিপিএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক পদে জীতেন চৌধুরীর অভিষেক ঐতিহাকি ঘটনা হিসাবে অনেকেই মনে করছেন। শ্রী চৌধুরী দীর্ঘ সময় রাজ্য রাজনীতির আঙিনায় যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিলেন। সিপিএমের ক্ষমতা যখন মধ্য গগনে তখন একসময় জীতেন চৌধুরীকে মুখ্যমন্ত্রী অভিষেক করারও দাবী উঠেছিল। তিনি তথ্য সংস্কৃতি, শিল্প ও বাণিজ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং জনপ্রিয়তার মানদন্ডে তিনি এগিয়ে যান। এতে করে সিপিএম অভ্যন্তারিণ রাজনীতিতে টানাপোরেন আসে। জীতেন চৌধুরীর অনিচ্ছ সত্বেও তাঁকে লোকসভার সাংসদ পদে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। শ্রী চৌধুরী পার্টির নির্দেশ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। বৃহত্তর আঙিনায় তিনি সাফল্যের নজিরও রেখেছেন। ইতিহাসের চাকা ভিন্ন পথে চলে। গত বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম ক্ষমতা হারায়। দূর্দান্ত প্রতাপশালী দল বিজেপি ক্ষমতার মসনদ দখল করে। তখনই সিপিএম দলে ঘোর অমাবস্যা দেখা দেয়। কিন্তু, জীতেন চৌধুরীর সংগ্রামী মেজাজ অটুট থাকে। তিনি রাজ্য চষে বেড়ান। মানুষ যেখানে আক্রান্ত হন সেখানে ছুটে যান। সেই লড়াকো জীতেন চৌধুরী সিপিএম রাজ্য সম্পাদক পদে বৃত হওয়ায় দল অনেকটাই অক্সিজেন পাবে।

যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি উপজাতিদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে রাজনৈতিক শক্তি বাড়িয়েছিল তাহা এখন অনেকটাই মৃয়মান। পাহাড় এলাকায় যে সিপিএমের একাধিপত্য কায়েম ছিল তাহা তছনছ হয়ে গিয়েছে। এডিসি হাতছাড়া হল। এসবের পেছনে বড় কারণ উপজাতি এলাকায় নেতৃত্বের সংকট। সিপিএম উপজাতি নেতাদের অনেকেই ভোগ বিলাশে মত্ত হয়ে পাহাড়ের ছিন্নমূল গরীব সর্বহারা উপজাতিদের কাছ থেকে সরে গিয়েছে। আত্মস্বার্থ এবং দম্ভ গ্রাস করেছে। উপজাতি এলাকায় শক্তি পুণরোদ্ধার করতে না পারলে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। একথা সিপিএম নেতারা ভালই বুঝতে পারছেন। সম্ভবত সেই লক্ষ্য সামনে রেখে জীতেন চৌধুরীর মতো লড়াকো নেতাকে রাজ্য সম্পাদক পদে দল বেছে নিল। দলের এই চরম দুর্দিনে জীতেন চৌধুরী কতখানি লড়াই করে শক্তি পুনরুদ্ধার করতে পারেন তাই এখন দেখার সবচেয়ে বড় বিষয়। ইতিহাসের পথ বেয়ে সিপিএম দল ত্রিপুরায় দিনে দিনেই শক্তিহীন হয়েছে। দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার কারণে কমরেডদের মধ্যে ভোগ বিলাশের প্রবণতা বেড়েছে। সংগ্রামী মেজাজ এখন আর নেই। যে সংগ্রাম দলকে ক্ষমতায় এনেছিল তাকে পুনরুদ্ধার করতে না পারলে দল শক্ত মাটির উপর দাঁড়াতে পারবে না। জীতেন চৌধুরী নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছেন এবং নতুন করে দলকে সামনের সারিতে নিয়ে আসতে তাঁর অবদান কতখানি তা ভবিষ্যৎ বলতে পারবে।

এদিকে, সিপিএম রাজ্য কমিটির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ পরিকল্পিত হত্যার। তবে অন্য একটি সূত্রে বলা হয়েছে, অবৈধ সম্পর্কের জেরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল ওই গৃহবধূ। গৃহবধূর নাম স্বপ্না ত্রিপুরা(২৪)। বাড়ী বিলোনিয়া ভারত চন্দ্রনগর ব্লক এর অধীন উত্তর ভারতচন্দ্র নগরের যুম টিলা এলাকায়। তবে কবে নাগাদ এই আত্মহত্যা এ নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। ঘটনায় জানা যায় স্বপ্না ত্রিপুরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি।

বাড়ির লোক অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর গতকাল স্বপ্না ত্রিপুরাকে খুঁজে না পেলেও আজ সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে এক রাবার বাগানে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাই স্বপ্না ত্রিপুরাকে। খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্বপ্না ত্রিপুরার ঝুলন্ত মৃত দেহ পর্যবেক্ষণ করার পর ময়নাতদন্তের জন্য বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। জানা যায় গত পরশু দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার স্বপ্না ত্রিপুরার অবৈধ সম্পর্ক দেখে ফেলে উনার স্বামী বলরাম ত্রিপুরা।

এরপরে সৃষ্টি হয় ঝামেলা। খবর দেওয়া হয় বাপের বাড়ির লোকজনকে। শুক্রবার স্বপ্না ত্রিপুরার বাপের বাড়ির লোকজনেরা স্বপ্না ত্রিপুরার স্বামীর বাড়িতে এসে স্বপ্না ত্রিপুরাকে বুঝিয়ে শুনিয়া যায়। স্বপ্না ত্রিপুরার বাপের বাড়ির লোকজন শশুর বাড়ীর থেকে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই স্বপ্না ত্রিপুরা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এদিকে জানা যায় স্বপ্না ত্রিপুরা রাজমিস্ত্রি জোগালি কাজ করতো,এই জোগালি কাজ করতে গিয়েই পর পুরুষের সাথে পরিচয় হয় স্বপ্না ত্রিপুরার।

ঘটনার জানাজানি হতেই শুরু হয়ে যায় সংসারের ঝামেলা। বর্তমানে স্বামী বলরাম ত্রিপুরা স্ত্রীকে হারিয়ে দিশেহারা কারণ স্বপ্না ত্রিপুরার পাঁচ বৎসর ও আড়াই বছরের পুত্র ও কন্যা সন্তান রয়েছে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কের ঘটনা ইদানিংকালে অতি মাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রকাশ্যে আসতেই পারিবারিক ঝামেলা বাড়ছে। ঘটছে নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্ম। এই সামাজিক ও চারিত্রিক অধপতনের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

স্ত্রীর বর্বরোচিত নির্যাতনের শিকার স্বামী প্রাণ বাঁচাতে অবেশেষে পুলিশের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ সেপ্টেম্বর।। বর্তমান পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ দ্বারা স্ত্রী আক্রান্তের খবর নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকা খুললে এই ধরনের নারী নির্যাতনের ঘটনা চোখে পড়ে। আর তার ঠিক বিপরীত ঘটনা পরিলক্ষিত হলো উদয়পুর মহকুমা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ১নং ফুলকুমারী ব্রহ্ম ছড়া রোড এলাকায়। এই এলাকার রং মিস্ত্রি হিসেবে পরিচিত সুভাষ পোদ্দার। সুভাষ বাবু অভিযোগ করেন আজ চার পাঁচ দিন আগে স্ত্রী নমিতা পোদ্দারের নামে রাধাকিশোরপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

স্ত্রী নমিতা পোদ্দার উদয়পুর জীবনবিমা নিগম অফিসের এজেন্ট। নমিতা প্রায়শই অধিক রাতে ফরেন লিকার খেয়ে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফেরেন বলে অভিযোগ করেন সুভাষ পোদ্দার। এই মাতাল অবস্থায় উন্মত্ত তান্ডব চালিয়ে আসছে স্ত্রী নমিতা। নমিতার এই অভব্য আচরণের প্রতিবাদ করলে অমাবস্যার অমানিশা নেমে আসে স্বামী সুভাষের উপর। ৩৩বৎসরের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে গত ছয় মাস আগে জীবন বীমা নিগমের এজেন্ট নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে মদ্যপ চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। এই নিয়ে সাংসারিক জীবনে অশান্তি লেগেই থাকে। এই উন্মত্ত জীবন যাপনের প্রতিবাদ করলেই নমিতা ও তার বড় বোন রীতা দে সুভাষের উপর অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। সুভাষ বাবু অভিযোগ করেছেন উনার জ্যাঠালি রীতা সতেরো বছর ধরে বিলোনিয়া স্বামীর বাড়ি থেকে পরিত্যক্তা স্ত্রী হিসেবে সুভাষ বাবুর বাড়িতেই থাকার জন্য যায়গা করে দিয়েছিলেন।

এই জ্যাঠালি রীতার চারিত্রিক অধঃপতন ইদানিং লক্ষ্য করেন ভগ্নি পতি সুভাষ। বাড়িতে প্রায়শই অচেনা পুরুষের আনাগোনা দিন দিন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।এই সব নিয়ে স্ত্রী নমিতাকে সুভাষ প্রশ্ন করলে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। স্ত্রী নমিতা ও জ্যাঠালি রীতার চারিত্রিক অধঃপতন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রায়শই গ্রামের প্রধান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জয়নগরে দুঃসাহাসিক চুরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। ফের আগরতলা শহরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি ঘটে রাজধানীর জয়নগর দশমীঘাট ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়।

জানা যায় বাড়ির মালিক গত তিনদিন আগে বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে সূর্যমনি নগর এলাকায় এক আত্মীয়র বাড়িতে যান। সেই সুযোগ নিয়ে উনার বাড়িতে থাবা বসিয়ে হাতিয়ে নেয় বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ অর্থ। পাশাপাশি দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঞ্জাবের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন চরণজিৎ সিং চান্নি

চণ্ডীগড়, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। দিনভর নাটকের পর শেষবেলায় চমক। পঞ্জাবের নয়া মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। বিধানসভা ভোটের মাসকয়েক আগে পঞ্জাবের নয়া মুখ্যমন্ত্রী হলেন তিনি। সঙ্গে ১৯৬৬ সালে রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর প্রথম দলিত মুখ্যমন্ত্রী পেল পঞ্জাব।

শনিবার ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের পদত্যাগের পর যে নাটক শুরু হয়েছিল, তাতে ইতি টেনে কংগ্রেসের তরফে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হয়। রবিবার সন্ধ্যার দিকে টুইটারে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা পঞ্জাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত হরিশ রাওয়াত বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সর্বসম্মতভাবে পঞ্জাবে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে চরণজিৎ সিং চান্নি নির্বাচিত করা হয়েছে।' অর্থাৎ পঞ্জাবের নয়া মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় বৃদ্ধ সহ গুরুতর আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া/ চুড়াইবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর।। আবারো বড়োসড়ো সড়ক দুর্ঘটনা ঘটলো বিলোনিয়ার বিজেপি মন্ডল কার্যালয় সংলগ্ন মূল সড়কের উপর। শনিবার সন্ধ্যারাতে আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ একটি বাইক আচমকা হারাধন দে নামে ৭১বছর বয়সি এক বৃদ্ধ পথচারীকে সজোরে এসে ধাক্কা মারার ফলে,গুরুতরভাবে আহত হয়ে ছিটকে পড়ে মূল সড়কের উপর। সাথে সাথে ছুটে যায় বিজেপি বিলোনিয়া মন্ডল কার্যালয়ের কার্য কর্তারা।

গুরুতর আহত হয়ে রক্তাক্ত হওয়াতে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে। আহত পথচারীর নাম হারাধন দে(৭১)। বাইক চালক ডালিম মিয়া। নেশা গ্রস বাইক চালক সামান্য আহত হলেও গুরুতর আহত হওয়ার ফলে হারাধন দে কে বিলোনিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করে দেন গৌমতী জেলা হাসপাতাল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে বেপরোয়া গতিতে এবং নেশাগ্রস্থ অবস্থায় বাইক চালানোর ফলেই এই গুরুতর দুর্ঘটনাটি ঘটে।

এদিকে, বিশ্বকর্মা পূজার দিন মদমত্ত অবস্থায় কৃষি দপ্তরের অধিকর্তার গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা এলাকাবাসীর হাতে আক্রান্ত দুই গুণধর।সরকারি সম্পত্তি অপব্যবহার এবং মদমত্ত অবস্থায় বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে এক মহিলাসহ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লেফুঙ্গায় যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। লেফুঙ্গা থানাধীন বামুটিয়ার ওএনজিসি এলাকা থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। মৃতের নাম সঞ্জীব গোয়ালা (২২)। তার নিজ ঘর থেকেই উদ্ধার হয় তার মরদেহ। পেশায় গাড়ি মেকানিক ছিল সে। হামেশাই বাড়িতে মত মত অবস্থায় এসে ঝগড়ায় লিপ্ত হতো বলে অভিযোগ করে তার বোন সংগীতা গোয়ালা।

মদমত্ত অবস্থায় বাড়িতে এসে বোন এবং মার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় বলে অভিযোগ। এমনকি একসময় বোন এবং মাকে শারীরিক নিগ্রহ করে। তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে মা এবং বোন বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যায়। তার কিছুটা পর মা বাড়িতে এসে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় বলে জানায় বোন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোমবাতির আগুনে ঝলসে গেল গৃহবধূর শরীর, প্রাণ সংশয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর।। অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর ভাবে আহত হয় এক গৃহবধূ। ঘটনা কলমচওড়া থানাধীন বেলুয়ারচর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার সন্ধ্যা ৬:৩০ নাগাদ ভেলুয়ারচর এলাকার যুবক জয়ন্ত লস্করের স্ত্রী জবা লস্কর (বয়স ১৯) ঠাকুর ঘরে পূজা দিতে গিয়ে মোমবাতি থেকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে আহত হয়।

পরিবারের সদস্যদের পরবর্তী সময় উনার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তড়িঘড়ি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে গৃহবধূর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে রেফার করে। পরবর্তী সময়ে সংবাদকর্মীরা গৃহবধূর জবানবন্দি নিতে গেলে সংবাদকর্মীকে বাধা সৃষ্টি করে পরিবারের লোকজন। অন্যদিকে হাসপাতালে আসা অন্য রোগীরা বলাবলি শুরু করছে যদি মোমবাতি থেকে আগুন লেগে থাকে তাহলে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে আপত্তি কেন। এখন পুলিশের তদন্তক্রমে বেরিয়ে আসবে আসলে কি মোমবাতির আগুন নাকি হত্যার চেষ্টা।

দেশে করোনায় ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ৩০৯ জনের

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স)।। একধাক্কায় অনেকটাই কমল দৈনিক সংক্রমণ। করোনা ভাইরাসের জেরে ভারতে শেষ ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩০,৭৭৩ জন। শেষ একদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩৮,৯৪৫ জন। শেষ ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩০৯ জনের। একদিকে যেমন আজ থেকে মুম্বইতে গণেশ ভাসান উতসবের তোড়জোড় শুরু, তেমনই করোনা ভাইরাসের জেরে, সেখানে বহু ধরনের বিধি লাগু করা হয়েছে।

দেশে সংক্রমণ প্রতিনিয়ো ওঠা-নামা করছে। রবিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩০ হাজার ৭৭৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা গতকালের তুলনায় ১৩.৭ শতাংশ কম। একদিনে মারণ ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন ৩০৯ জন। এই সংখ্যাটা আগের দিনের থেকে অনেকটা কম। দেশে এখনও পর্যন্ত করোনার বলি ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৩৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে যুবকের পাঁচ বছরের জেল- জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালত এগারো বছরের নাবালিকাকে শ্লীলতাহানীর মামলায় অভিযুক্তকে সাজা শোনালো পাঁচ বছরের জেল ও দুই হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের জেল ঘোষণা করে। দীর্ঘ শুনানি শেষে খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক ভারতীয় দণ্ডবিধি ৫১১ ধারায় শ্লীলতাহানীর মামলায় অভিযুক্ত উত্তম দেবনাথকে দোষী সাব্যস্ত করে।ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত করিলাম এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে সরকার পক্ষের আইনজীবী বিকাশ দেব জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত করুইলং এলাকার বাসিন্দা উত্তম দেবনাথ এগারো বছরের নাবালিকার বাড়িতে বাবা- মা''র অনুপস্থিতিতে ২রা অক্টোবর ২০১৮ সালে উত্তম দেবনাথ দুপুরে প্রতিবেশী নাবালিকার বাড়িতে প্রবেশ করে।নাবালিকা নিজ ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। ওই সময় নাবালিকার বাড়িতে একাকিত্তের সুযোগ নিয়ে উত্তম দেবনাথ চুপিচুপি ঘরে দরজা খুলে প্রবেশ করে।ঘুমন্ত অবস্থায় নাবালিকাকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। ওই সময় নাবালিকার আত্ম চিৎকার চেঁচামেচিতে নাবালিকার মা বাবা বাড়িতে ছুটে আসে। তখন সময় প্রতিবেশি অভিযুক্ত উত্তম দেবনাথকে তাদের ঘরে দেখতে পায়।

পরবর্তী সময়ে নাবালিকা সমস্ত ঘটনা খুলে বলে তার মা-বাবাকে। ২রা অক্টোবর রাতেই তেলিয়ামুড়া থানায় নাবালিকার বাবা অভিযুক্ত উত্তম দেবনাথের বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা লিপিবদ্ধ করে। তেলিয়ামুড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর রঞ্জন বিশ্বাস লিখিত অভিযোগ মূলে তদন্তে নামে। তদন্তের কাজ শেষে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬/৫১১ ধারায় মাননীয় আদালতে চার্জশিট দাখিল করে ২৮/১২/২০১৮ ইং তারিখে। আদালত দীর্ঘ শুনানির পর শনিবার বিকালে খোয়াই জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক সব্যসাচী দত্ত পুরকায়স্থ ভারতীয় দণ্ডবিধি ৫১১ ধারায় সরকারপক্ষে পনের জনের সাক্ষ্য বাক্যের পর নাবালিকাকে শ্লীলতাহানীর অভিযোগে অভিযুক্ত উত্তম দেবনাথকে পাঁচ বছরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চব্বিশ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর।। এবার পানিসাগর থানার হাতে আটক চব্বিশ লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পানিসাগর থানার নাকা পয়েন্টে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর এ এস জিরো ওয়ান জি সি সেভেন থ্রি ফোর নাইন নম্বরের দশ চাকার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা।সাথে আটক লরি চালক দিলিপ তিওয়ারি।পানিসাগর থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। আগামীকাল ধৃত চালককে জেলা আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার পানিসাগর থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে দশ চাকার লরি থেকে চব্বিশ লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পানিসাগর থানার পুলিশ।এ এস জিরো ওয়ান জি সি সেভেন থ্রি ফোর নাইন নম্বরের দশ চাকার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা।সাথে আটক করা হয় লরি চালক দিলিপ তিওয়ারি(৩২) পিতা সারদা তিওয়ারি।তার বাড়ি উত্তর প্রদেশের পাকাডিয়ার পুরব কুটি এলাকায়। বর্তমানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ লরি ও চালক পানিসাগর থানার হেফাজতে রয়েছে। এদিকে পানিসাগর থানার ওসি সৌগত চাকমা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২২৭ ◘ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ◘ ৪ আশ্বিন ◘ সোমবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ভারতকে নতুন শিক্ষা

আফগানিস্থানের সার্বিক পরিস্থিতি ভারতকে নতুন নতুন শিক্ষা দিল। আফগান পরিস্থিতি পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে পাল্টাইয়া দিয়াছে।ভারত চাহিয়াছিল আফগানিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। তাহা হইলে সেখানে মানবাধিকারের ছিটেফোঁটা অন্তত বজায় থাকিবে। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালাইতে পারিবেন মহিলারা। সভ্য সমাজের সঙ্গে যোগাযোগটুকু পুরোপুরি ছিন্ন হইবে না। ধীরে ধীরে পরিকাঠামোর উন্নয়নও চলিবে। কমীবে আফগান ভূমির ভয়ানক দারিদ্রতা। কিন্তু পাকিস্তান এবং চীন নামক জুটির ষড়যন্ত্রে ভারতের সেই মানবিক প্রচেষ্টা আপাতত ভেস্তে গিয়াছে। গত ১৫ আগস্ট, গণতন্ত্রের পাল্টা শক্তি তালিবান কাবুলের দখল নেওয়ামাত্র উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে পাকিস্তান। ঘটনাটিকে আফগান জনগণের 'দাসত্ব মুক্তি' আখ্যা দেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। সম্প্রতি পাকিস্তানের সেনা প্রধান কামর জাভেদ বাজওয়াও শহিদ দিবসের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখিতে গিয়া তালিবানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পূর্বতন গণতান্ত্রিক সরকারের সেনা বাহিনীর সঙ্গে দেশবাসীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ আনেন তিনি। একই সঙ্গে দাবি করেন, পাকিস্তানের সেনা বাহিনী সে-দেশের জনগণের ইচ্ছার বাস্তবায়নে নিযুক্ত। তাই শত্রুর মুখে ছাই দিয়া পাক বাহিনী অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়া চলিয়াছে। অন্যদিকে, আফগানিস্তানে এখন যে শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়াছে, অভিযোগ পাওয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে পাকিস্তানের গোপন ডিল হইয়াছে কাশ্মীর নিয়া। সাম্রাজ্যবাদী চীনেরও বহুদিনের লোলুপ দৃষ্টি লাদাখের দিকে। নয়া আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং চীন নামক ত্রিমূর্তি একত্র হতেই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল ভারতের অস্বস্তি আগামী দিনে বাড়িবেই। আমরা যেন ভুলে না যাই, পাকিস্তানের প্রয়াত রাষ্ট্রপ্রধানদের অনেকের স্বপ্ন ছিল ভারতকে দগ্ধে দগ্ধে মারা। এজন্য ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছরের যুদ্ধও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা।

তাই নয়া আফগান পরিস্থিতিতে উল্লসিত পাকিস্তানের নষ্টামির পরিকল্পনা নিয়া বাড়তি সতর্কতাই কাম্য। এই আশঙ্কা কতটা সত্যি, তাহা জানা গেল সম্প্রতি উত্তর ভারতের তিন স্থান থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ৬ জঙ্গির কাছ থেকে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং দিল্লিতে অভিযান চালাইয়া তাহাদের পাকড়াও করিয়াছে দিল্লি পুলিস। তাহারা কবুল করিয়া যে ভারতের নানা স্থানে মারাত্মক নাশকতা বা হামলা করিবার জন্যই তাহাদের প্রস্তুত করা হইয়াছে। মুম্বই হামলার (২৬/১১) অন্যতম চক্রী আজমল কাসবকে পাকিস্তানের যেখানে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছিল সেই থোট্টা শহরের গোপন ঘাঁটিতেই ট্রেনিং হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে দু'জনের। সেখানে প্রশিক্ষণ পাইতেছে ১৪-১৫ বাংলাভাষী যুবকও। এদেশে ধৃত জঙ্গিদের কাছ থেকে বেশকিছু বিদেশি অস্ত্রশস্ত্রও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। গোয়েন্দাদের অনুমান, এসব ড্রোনের মাধ্যমে পাক সীমান্ত পার করিয়া আনা হইয়াছে। ভারতে হামলার জন্য এই ট্রেনিং পাক সেনাবাহিনীর কর্তাব্যক্তিরাই স্বয়ং। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে আইএসআইয়ের স্লিপার সেল। তাহাদের ভিতর থেকেই কিছু 'রিক্রুট'কে বাছাই করিয়া নিয়াছে পাকিস্তান। সেখানে তাহাদের দেওয়া হইতেছে সপ্তাহ দুইয়ের 'আশকারি তালিম'।মিলিটারিগাজি, হামজা, জব্বার প্রভৃতি কোড নামের তিন পাক সেনাকর্তা গদর বন্দরের কাছে একটি ক্যাম্পে বাছাই জঙ্গিদের ট্রেনিং দিতেছে। গোয়েন্দারা বলিয়াছেন, মুম্বইর ধাঁচে হামলা চালাইবার জন্যই লস্কর-ই-তোইবা এবং ডি কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে চলিতেছে ওই ক্যাম্প।

ব্যাপারটাকে শুধু ভারতের নয়, আঞ্চলিক সমস্যা হিসেবেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। মানবতার এই শত্রুদের মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারকে সঙ্গে নিয়াই কড়া পদক্ষেপ করা হোক। একথা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশকে পাশে পাইলে পাকিস্তানের নষ্টামির মোকাবিলা অনেক সহজ হইবে। এটি এই দুই প্রতিবেশী দেশের অভিন্ন স্বার্থেরও বিষয়।

আজকের দিনে দেশপ্রেমকে জাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন : রামদত্ত চক্রধর

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : 'আজকের দিনে দেশপ্রেমের জোয়ারকে হৃদয়ে ভরে জাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন।"একথা বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহ-সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর। রবিবার তিনি বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত "কর্মযোগী ভণ্ডর লাল মল্লবাত বক্তৃতামাল" অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মহানগরের সুপরিচিত সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় গত ২৪ বছর ধরে সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আয়োজিত হয়ে আসা বক্তৃতামালার বার্ষিক অনুষ্ঠানে এবছরের অনুষ্ঠানটি আজ আয়োজিত হয়েছিল বড়বাজার পুস্তকালয়ের বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী অডিটোরিয়ামে।

এই বছর, লেখক এবং চিন্তাবিদ অভয় মারাথে, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অন্তরালের স্মৃতিকথা' বিষয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এদিন তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, অনেক বিপ্লবী আছেন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, কিন্তু তারা ইতিহাসে কোন স্থান পাননি। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এই তথ্য একান্ত প্রয়োজন। তিনি তাঁর 'আও উঠো ক্রান্তিবীর' বইটির কথা উল্লেখ করে বলেন, এই বইটিতে ৮০০ জনেরও বেশি ইতিহাসের অন্তরালে থাকা বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কাহিনী লেখা হয়েছে।এদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় গ্রন্থাগারের সহ সভাপতি জয় গোপাল গুপ্তের গাওয়া গান দিয়ে। কর্মযোগী ভণ্ডরজীর কন্যা উর্মিলা ধ্যাওয়ালা তাঁর বাবার জন্য একটি স্ব-রচিত কবিতা পাঠ করেন। সংগঠনের মন্ত্রী অশোক কুমার গুপ্তা অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন এবং সংগঠনের পরিশ্রমী সহকর্মী এবং প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী অরুণ প্রকাশ মল্লাওয়াতকে ধন্যবাদ জানান।

ভার্চুয়াল মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানে জয়ন্ত পাল, সুনীল মোর, মহাবীর বাজাজ, অনিল মল্লাওয়াত, ওম প্রকাশ বাঙ্গার, মুরলীধর ধ্যাওয়ালা, অঙ্কিত মল্লাওয়াত, রমাকান্ত সিনহা, ভগীরথ চান্দক, গিরিধর রায়, দুর্গেশ ত্রিপাঠি, অঙ্কুশ ধায়ওয়ালা, বিজয় বাগাদিয়া, পবন গুপ্তা, নরেন্দ্র নাথ বেরা প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যুক্ত ছিলেন।

দশদিন বিদ্যুৎহীন গ্রাম, অবশেষে মিটল সমস্যা

বাসন্তী, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে প্রায় দশ দিন ধরে গ্রামে কোন বিদ্যুৎ ছিল না। রবিবার বিষয়টি জানতে পেরে অবশেষে তড়িঘড়ি বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা ট্রান্সফরমার বদল করে দেন। দশদিন বাদে গ্রামে বিদ্যুৎ ফেরায় খুশি এলাকার মানুষ। বাসন্তী থানার আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর তালদা গ্রামে দশ দিন আগে আচমকাই কয়েকটি ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে পড়ে। সেই থেকেই গ্রামে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে থাকেন এলাকার মানুষ। বিদ্যুৎ না থাকায় পড়ুয়াদের পড়াশুনায় অসুবিধা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজকর্মে সমস্যায় পড়েন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণা সাফুই বলেন, " স্কুল, কলেজ সব বন্ধ। বাড়িতেই যেটুকু পড়াশুনা হচ্ছে। তাও বিদ্যুৎ না থাকার কারণে গত দশদিন ধরে সবই বন্ধ। লম্পের আলোয় ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করতে চায় না।" বারে বারে স্থানীয় বিদ্যুৎ দফতরকে জানালেও সমস্যার সমাধান হয়নি। অবশেষে শনিবার এ বিষয়ে এলাকার মানুষ প্রতিবাদ করেন। ঐদিন রাতেই এলাকার একটি ট্রান্সফরমার বদল করে কিছুটা এলাকায় আলো পৌঁছে দেন বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা। রবিবার আশপাশের আরও দুটি ট্রান্সফরমার বদল করে সমগ্র এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

মডার্ন গ্লোবাল ইনস্যুরেন্স পলিসি : জীবকুলের রক্ষাকবচ

অনুভব বেরা

মনে করুন পৃথিবীতে হঠাৎই ঘটল মহাপ্রলয়। সেই মহাপ্রলয়ে অধিকাংশ জীবকুল মারা পড়ল। ঝাড়েবংশে নির্বংশ হল বেশ কিছু জীব প্রজাতি। কমল মানুষের সংখ্যা, কমল পৃথিবীর জীবভর। এমন ধ্বস্ত বিপর্যস্ত পৃথিবী জুড়ে তখন ধ্বংস আর হাহাকারের ছবি। এই পরিস্থিতিতে মানুষ সহ যারা করলেন বটে, তবে সময় যত এগোতে লাগল তাদের বেঁচে থাকাটাই আরও বেশি চ্যালেঞ্জের হয়ে দাঁড়াল। অধিকাংশ জীবকুল খুইয়ে তখন ধ্বস্ত পৃথিবীর বাস্ততান্ত্রিক ভারসাম্য টালমাটাল। কী করে নতুন করে গড়ে তুলবে আগেকার সেই ভারসাম্য। আসলে এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীব একে অপরের জড় উপাদানের সঙ্গে থাকে নাড়ির যোগ। কোনো একটির অভাবে বা অনুপস্থিতি অপরের অস্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। সেই প্রভাব কেউই অগ্রাহ্য করতে পারে না। সুতরাং বেঁচে থাকার চ্যালেঞ্জ একটা থাকবে।

মহাপ্রলয়ের পর সেই চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে হয়ত, তবে এর মধ্যে একটা বিরাট ব্যাপার ঘটে যাবে যা হয়ত অনেকেরই খেয়াল থাকবে না। পৃথিবীর বুকে কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে যে সকল জীবের উৎপত্তি হয়েছিল তারা অনেকেই চিরকালের জন্য পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের আমরা আর কোনোদিন ফিরে পাব না। যেমনটা হয়েছে ডাইনোসরদের ক্ষেত্রে, ডাইনোসররা আজ ইতিহাসের পাতায়, সিনেমার পর্দায়।

এখন আরও একটা প্রশ্ন উঠে এসেছে, বর্তমানে এই অতি আধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর যুগে পৃথিবীর সামগ্রিক জীবকুল কি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে? হ্যা আছে। অন্তত ইতিহাস সেই কথা বলছে। পৃথিবীর অতীত ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে দলবদ্ধ বিলুপ্তির পাঁচটি ঘটনার কথা জানা যায়। যেগুলো ঘটেছিল কন্টিনেন্টাল ড্রিফট, তুষার যুগ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি মতো প্রাকৃতিক ঘটনার জন্য। শেষবার এইরকম দলবদ্ধ বিলুপ্তির ঘটনা ঘটে প্রায় ৬ কোটি বছর আগে। একটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বুকে সজোরে আছড়ে পড়ে। সেই আঘাতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের লাভা বেরিয়ে আসে। উত্তপ্ত সেই লাভাস্রোত প্লাবিত বলে পৃথিবীর বেশিরভাগ অঞ্চল। আর তাতেই ধ্বংস হয় ৯০ শতাংশ জীবকুল। সম্ভবত এইভাবে পতন হয় ডাইনোসরদের সাম্রাজ্য। এবার ষষ্ঠবার ধ্বংসের প্রহর গুণছি আমরা। এই ব্যাপারে বহুদিন আগে থেকেই সতর্কবার্তা শুনিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের ধ্বংসের কারণ।

এখন কী হবে? এ থেকে রক্ষা পেতে চলমান সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিবর্তনকে বাঁচাতে আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই!

এরকম বিপদের হাত থেকে কিম্বা প্রহাণুর আছড়ে পড়ার মতো বিপদ থেকে জীবকুলের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে সম্প্রতি এক অভিনব প্রকল্পের কথা বলেছেন অ্যারিজোনা কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারি-এর এরোস্পেস এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক জেকন থাঙ্গা ও সহকর্মীরা। মডার্ন গ্লোবাল ইনস্যুরেন্স পলিসি নামের এই প্রকল্প Institute of Electrical and Electronic Engineerinf (IEEE)-এর একটি কনফারেন্সে কিছুদিন আগে তারা পেশ করেছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই অভাবনীয় প্রকল্পটি বিজ্ঞানী মহলে রীতিমতো আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। কী আছে এই প্রকল্পে ঃ এখানে বলা হয়েছে, আগত বিপদ থেকে রক্ষা পেতে জীবকুলের সুরক্ষায় টাদের মাটির তলায় সুড়ঙ্গে সংরক্ষণ করা হবে ৬.৭ মিলিয়ন জীব প্রজাতির হিমায়িত বীজ, রেণু, কলা, ডিম্বাণু, শুক্রাণু তথা জেনেটিক বস্তু ডিএনএ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে চাদে কেন করা হচ্ছে এমন একটা প্রকল্প । যুক্তি গিয়ে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই চাঁদ নিয়ে পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন গবেষমা চালিয়ে এসেছে। সেইসব গবেষণা থেকে পাঁচ সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা গছে যা অন্যান্য গ্রহ বা উপগ্রহের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। আগামী দিনে চাঁদ হবে মহাকাশ ভ্রমণের হন্ট স্টেশন। চাঁদ পৃথিবীর নিবকটবর্তী বলে যাতায়াতে কম সময় লাগবে যা এই প্রকল্প রূপায়ণে সাহায্য করবে। তবে টাদের মাটিতে জীব প্রজাতির কলা কোষ জেনেটিক বস্তু সংরক্ষণের জোরালো যুক্তি লুকিয়ে আছে চাঁদের মাটির নীচে থাকা সুড়ঙ্গের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে। গবেষকরা বিভিন্ন অনুসন্ধান চালিয়ে ২০১৩ সাল নাগাদ টাদের ঠিক মাটির তলায় ২০০টির মতো সুড়ঙ্গের নেটওয়ার্ক খুঁজে পান। প্রায় ১০০ মিটার ব্যাসের এই তৈরি হয়েছিল কয়েক কোটি বছর আগে। সেই সময় টাদের বুক চিরে লাভা বেরিয়ে ব্যব তৈরি হয় এই সব আগ্নেয় সুড়ঙ্গ। বিজ্ঞানীরা মনে সংরকরেন এইরকম সুড়ঙ্গ আমাদের পৃথিবীতে থাকতে প্রযুপারে। তবে সেগুলো এখন ভূমিকম্প, ভূতাত্ত্বিক প্লেটের সরণে বা অন্যান্য প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় বুজে গেছে। বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন চাঁদের মাটির মাই নীচের এসব সুড়ঙ্গগুলো তিন-চার বিলিয়ন বছর সেল ধরে অক্ষত ও অপরিবর্তিত রয়েছে। তাদের কথায় ডিগি এই সুড়ঙ্গগুলো প্রবল সৌর বিকিরণ, চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপামাত্রায় পরিবর্তন এমনকী গ্রহাণুক আছড়ে পড়ার প্রবলআঘাত সহ্য করে সুড়ঙ্গে রাখা বস্তুকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। তাদের এই ধারণাকে যাচাই করতে চাঁদের সুড়ঙ্গে বিশেষভাবে ডিজাইন করা রোবট পাঠাচ্ছেন।

এই রোবট একেবারে গঠন, অবস্থান, তাপমাত্রা এছাড়া অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক প্যারামিটারগুলো ভালোবাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে গ্রাউন্ড স্টেশন অর্থাৎ পৃথিবীতে পাঠাবে তথ্য। তথ্য যাচাই করে নিশ্চিত হলে এগোবে পরবর্তী ধাপের কাজকর্ম। এই প্রকল্পের প্রধান জেকন থাঙ্গী প্রতিটি জীব প্রজাতির ৫০টি নমুনা ওখানে রাখা হবে। পৃথিবী থেকে চাঁদে এই সকল সুড়ঙ্গে নমুনা পৌঁছনোর জন্য ব্যবহার করা হবে রকেট এবং আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন ।চমক এখানে শেষ হয়ে যায়নি। চাঁদের মাটিতে জিন বস্তু সংরক্ষণে সাহায্য নেওয়া হবে ক্রায়োজেনিকস ও কোয়ান্টাম লেভিটেশনের মতো দুটি অত্যাধুকি প্রযুক্তির।

বর্তমানে বিপ্ন ও বিরল জীব প্রজাতি দুভাবে সংরক্ষণ করা হয় ১) স্বস্থানে in site, ২) অন্যস্থানে (in site, সংরক্ষণ। জীব প্রজাতির অন্যস্থানে সংরক্ষণের একটি উপায় হল বায়ো ব্যাঙ্ক বা জিন ব্যাঙ্ক গঠন। বায়ো ব্যাঙ্ক অতি নিম্ন তাপমাত্রায় (-১৯০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) তরণ নাইট্রোজেন কলা, কোষ ভ্রূণ ডিএনএ প্রভৃতি ববুদিন সংরক্ষিত বলা হয় ক্রায়োসংরক্ষণ। যা ক্রায়োজনিক প্রযুক্তিরই ফসল। চাঁদে ডিএনএ, ডিম্বাণু, শুক্রাণু সংরক্ষণে এই ক্রায়োপ্রিজারভেশন পদ্ধতিরই সাহায্য নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে বীজ সংরক্ষণ করা হবে মাইনাস ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেজ তাপমাত্রায়, স্টেম সেল প্রভৃতিগুলো সংরক্ষণ করা হবে মাইনাস ১৯৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। সুড়ঙ্গপথে এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উ'পাদন দরকার। এর জন্য চাঁদে বসবে, সোলার প্যানেল। এরাই বিদ্যুৎ জোগাবে সবসময়। এখানে থাকবে বিশেষ প্রযুক্তিতে তৈরি এলিভেটর, ধাতব ভাসমান সেলফ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে একটি সমস্যার কথা বাবতে পারেন। অনেক, অতি নিম্ন তাপমাত্রায় ধাতবপাত্র আর সংরক্ষিত বস্তু একসঙ্গে জমে যাবে না তো? পৃথিবীর তাপমাত্রা যখন মাইনাস ৪৫ থেকে মাইনাস ৫০ ডিগ্রি হয় তখন বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় কারণ এই তাপন্তারায় বিমানের ধাতব অংশ মূল কাঠামোর সঙ্গে জমে বিপদ ঘটাতে পারে। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। ধাতব যন্ত্রাংশের সুরক্ষার জন্য ডিএনএ বাণ্ডারটি রাখা হবে শূন্যে ভাসমান অবস্থায়। এতেই ব্যবহৃত হবে। কোয়ান্টাম লেভিটেশন নামক অত্যাধুনিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোনো অতি শীতল সুপার কন্ডাক্টর বা কোনো অতি শীতল বস্তু তাপ না হারিয়ে শক্তির স্থানান্তর ঘটনায়। এই শীতল ধাতব জিনবস্তু সহ ভাণ্ডার নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা শক্তিশালী চুম্বকের কেরামতিতে ভেসে থাকবে। চুম্বকের সরণের সঙ্গে ধাতব বস্তুরও সরণ ঘটে। ফলে জিনবস্তু বাণ্ডারের স্থানান্তর ঘটাবে মানুষ ছাড়া রোবট ছাড়া একপ্রতার অবরিবর্তিত তাপমাত্রা।

বিষয়টি ম্যাজিকের মতো লাগলেও এর ভিত্তি হল পদার্থবিদ্যার বেশ কতগুলো নীতি। এই নীতিগুলোর উপর নির্ভর করে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। যেগুলোকে প্রয়োগ করে প্রকল্প সফল করার চেষ্টাচালানো হবে।জেকন থাঙ্গা ও তারসহযোগীরা এই প্রকল্পটি২০২১ সালের মার্চ মাসে আইইইই-র এবোাস্পেসকনফাবেন্সে উপস্থাপনকরেন। তীদের আশা, এইমিশন জীব প্রজাতির রক্ষাকবচ হয়ে দীড়াবে। তবেসমস্ত কাজ গুছিয়ে আনতে সময় লাগবে। সে পর্যন্তআমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

(সৌজন্যে- দৈঃ স্টেটসম্যান)

ইন্টারনেটে স্বাস্থ্য পরিষেবা

ডা. সমীর বিওয়ালে

উপরে বর্ণিত দৃশ্যকল্প ইতিমধ্যে ভারত-সহ বিশ্বের কিছু অংশে বাস্তবসম্মত ঘটনা।

ইন্টারনেট সংযোগ এবং টেকনোলজি'র দ্রুত উন্নয়ন স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই ব্যবস্থা এখন ধারাবাহিকভাবে চলতেই থাকবে। সুদূর ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটনা ঘটতে চলেছে যেটা আজকের দিনে আমরা কল্পনায়ও আনতে পারব না। ওষুধ ও টেকনোলজি'র অগ্রগতি বহু অতীত কাল থেকে ঘটে চলেছে। যাই হোক, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে টেকনোলজি'র বৃহত্তম প্রভাব দেখা গিয়েছে গত একশ বছর কিংবা তারও আগে। অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার ও নিরাপদে তার ব্যাপক মাত্রায় উৎপাদনের ঘটনা হল এর প্রধান উদাহরণ। বহু জীবনঘাতি সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন প্রয়োগ ও তার ইতিবাচক প্রভাব হল আরও একটি উদাহরণ। এক্স-রে থেকে আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান, এমআরআই এবং পেট স্ক্যান চিকিৎসার ক্ষেত্রে দারুণ পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। কারণ, এর মাধ্যমে একজন চিকিৎসক মানবদেহের ভিতরে কী রয়েছে, সেটা ভালোভাবে দেখে ও বুঝে নিতে পারেন। হার্ট ও লাং মেশিনের অগ্রগতি ছাড়া ওপেন হার্ট সার্জারি একেবারে অসম্ভব বিষয় ছিল। এই ধরনের উদাহরণের তালিকা বলে শেষ করা যাবে না।

নতুন সহস্রাব্দে আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবায় টেকনোলজি'র ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও একটি ঘটনার সাক্ষী। এখন স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে ইলেকট্রনিক মাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

রোগীদের সমস্ত রকমের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য এখন সংরক্ষিত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে ইলেকট্রিক হেলথ রেকর্ড (ইএইচআর)। এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করার মাধ্যমে এখন যেমন চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে রোগীদের চিকিৎসা করাটা সহজ হচ্ছে, তেমনই সুবিধা হচ্ছে রোগীদেরও। এর মাধ্যমে রোগীদের আগের রোগের বিবরণ ও তার চিকিৎসার বিষয়গুলি স্থানীয় সাভারে অথাৎ বিভিন্ন হেলথকেয়ার প্রোভাইডারের ক্লাউড-এ সংরক্ষিত করে রাখার সুবিধা রয়েছে।

রোগীদের সমস্ত রকমের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য এখন সংরক্ষিত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে ইলেকট্রিক হেলথ রেকর্ড (ইএইচআর)। এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করার মাধ্যমে এখন যেমন চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে রোগীদের চিকিৎসা করাটা সহজ হচ্ছে, তেমনই সুবিধা হচ্ছে রোগীদেরও। এর মাধ্যমে রোগীদের আগের রোগের বিবরণও

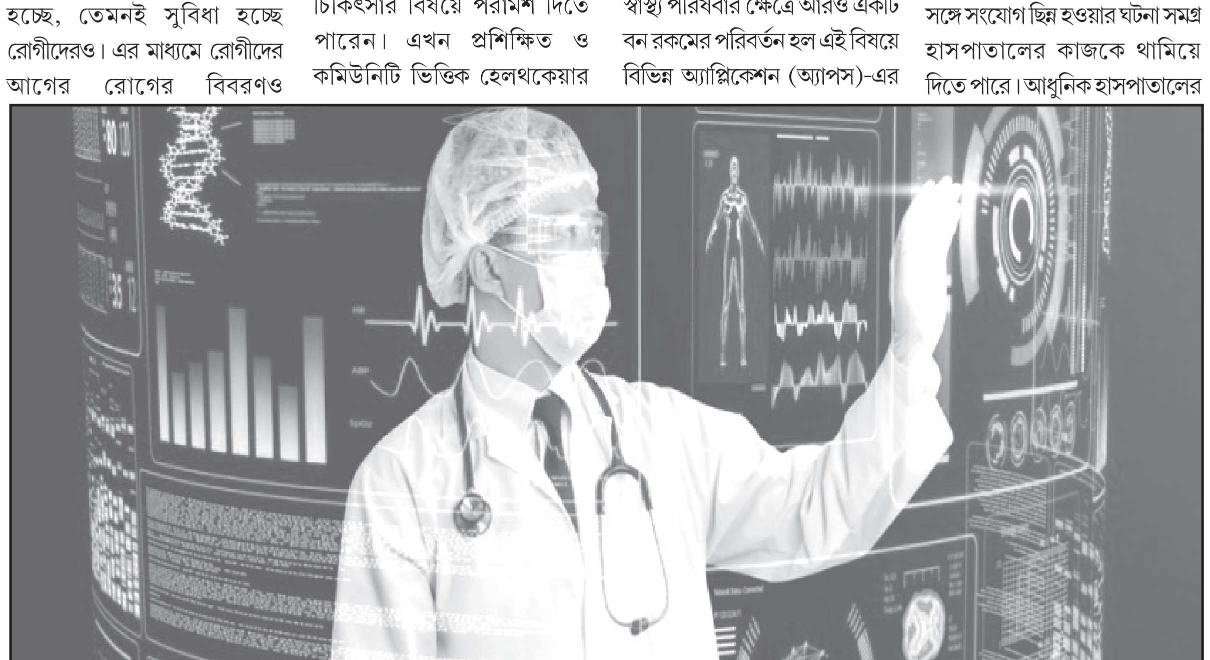

তারচিকিৎসার বিষয়গুলি সুরক্ষিত থাকছে। এই তথ্যগুলি স্থানীয় সার্ভারে অথবা বিভিন্ন হেলথকোয়ার প্রোভাইডারের ক্লাউও-এ সংরক্ষতি করে রাখার সুবিধা রয়েছে। চিকিৎসক কিংবা রোগীদের আর হাতে লেখা কাগজের নথি'র ওপর নির্ভণ করতে হবে না। এই ধরনের নথি রাখার ব্যবস্থা এখন অসম্পূর্ণ এবং ভাল যেতে পারে সবচেয়ে খারাপ পদ্ধতি।

অনেকগুলি কম খরচের ডায়াগোন্যাস্টিক কিট ও হাতে ব্যবহার করা স্ক্যানিং ডিভাইস এখন সংক্রমণ রোগ ও কিছু ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহার করার জন্য উন্নত করা হয়েছে। ওই ডিভাইস থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি ইলের্ট্রনিক পদ্ধতিতে রিমোট ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা সহজেই দেখে নিতে পারেন। তারা রোগীর সম্পর্কে পাওয়া রোগের ওই তথ্য বিশ্লেষণ করে সময় নষ্ট না করে চিকিৎসার বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন। এখন প্রশিক্ষিত ও কমিউনিটি ভিত্তিক হেলথকেয়ার টেকনিশিয়াল ও নার্সরা দূরবর্তী স্থানের হেলথ ক্যাম্প পরিচালনা করতে পারেন। প্রাথমিকভাবে স্ক্রিনিং ক্যাম্পে এখন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উপস্থিত থাকাটা আর অপরিহার্য নয়।

টেলিমেডিসিন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন একজন চিকিৎসক রোগীদের পরামর্শ দিচ্ছেন, এই বিষয়টি এখন ক্রমশ বাড়ছে। যাঁদের কাজের প্রচুর চাপ, তারা সময় বাঁচাতে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। এই ধরনের টেকনোলজির সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন দূরবর্তী অবস্থানের রোগীরা, যদি তাঁরা সর্বত্রচারী সেলফোন নেটওয়ার্কের সংযোগের মধ্যে থাকেন। তাঁরা খুব সহজেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেবেন। এই ব্যবস্থার সামলিয়ে চিকিৎসকের কাছে না দেলেও চলবে।

স্বাস্থ্য পরিষবার ক্ষেত্রে আরও একটি বন রকমের পরিবর্তন হল এই বিষয়ে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপস)-এর উন্নতি, যা যে কোনও স্মার্টফোনে সহজেই ডাউনলোড করে নেওয়া যায়। বর্তমানে হাইপারেটেশন অথবা ডায়াবেটিসের মত ক্রনিক রোগের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার বিষয়ে হাজার হাজার এই ধরনের অ্যাপ এসেছে। মেডিকেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ আপনাকে সময়মত ওষুধ গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সহজ রেফারেন্সের জন্য আপনার ব্যক্তিগত হেলথ রেকর্ডের সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও অ্যাপ রয়েছে। এছাড়া ফিটনেস, ওয়েট লস ইত্যাদি বিষয়েও অ্যাপ ডাউনলোড করে নিচ্ছে বহু মানুষ। যাইহোক, এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি (বিশেষ করে ফিটনেস/ওয়েট লস) হেলথকেয়ারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে কি-না নাকি এগুলি স্মার্টভোনের স্ক্রিনে নিছকই আবর্জনা হিসেবে অবস্থান করছে সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করা ক্রেডিট কার্ড-এর তথ্যের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি। স্থানীয় সার্ভার বা ক্লাউডের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হওয়ার ঘটনা সমগ্র হাসপাতালের কাজকে থামিয়ে দিতে পারে। আধুনিক হাসপাতালের বহু রোগীর কাছ থেকে পাওয়া একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া হল—পরামর্শের সময় একজন চিকিৎসক তাঁদের চেয়ে কম্পিউটারের স্ক্রিনের প্রতি বেশি মনোযোগী।

সযত্নে ব্যবহার করার পরিবর্তে ডায়গোন্যাস্টিক কিট বা ডিভাইসগুলি যদি ভুলভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভুল ফল দিতে পারে। এর ফলে রোগী ও সংশ্লিষ্ট অন্যরা অকারণে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তে পারে। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাই সঠিক ফল পেতে হলে নতুন টেকনোলজি'র পাশাপাশি দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য অপারেটরেরও প্রয়োজন রয়েছে।

টেবিমেডিসিনের মাধ্যমে পরামর্শের ক্ষেত্রে এর নিজস্ব একটা দুর্বলতা রয়েছে। ইন্টারন্টের সংযোগ হয়ত অনেক শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে মানসিক সযোগ প্রতিষ্ঠিত করা অনেক কঠিন কাজ। রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে সহানুভূতির সম্পর্ক তৈরি করাটা বড় চ্যালেঞ্জ। একজন চিটিৎসককে রোগীর চিকিৎসা করার জন্য রোগীর মানসিক অবস্থা, তার কষ্ট ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে প্রাথমিকভাবে অবহিত হতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে রোগীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তার কাছ থেকে রোগের দীর্ঘ ইতিহাস জানতে হবে। রোগের লক্ষণগুলি পরীক্ষা করতে হবে এবং এরপরে প্রয়োজনয় পরীক্ষাগুলি করার নির্দেশ দিতে হবে। এরপরে প্রয়োজনীয় ওষুধ গ্রহণের পরামর্শ দেবেন চিকিৎসক। সামগ্রিকভাবে আমি বলব যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থার কোনও নতুন ঘটনা নয়। যদিও এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে খরচ অনেক বেশি বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে খরচ কমে যায়। স্বাস্থ্যকর জনতা অনেক সুখি এবং তাদের মধ্যে উৎপাদশীলতাও অনেক বেশি। তাই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সাশ্রয়ী চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে দিয় সুবিধাজনও নিরাপদে বিশেষ করে আরও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবস্থা মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্য পরিষবার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কখনও ভুলে যাবেন না, মানব স্পর্শ যেকোনও স্ক্রিনের চেয়েও অনেক বেশি অনুভূতি বহন করে। এর মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণভাবে রোগ নিরাময়ের অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিজেপি আট বড়দোয়ালি মন্ডলের কার্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব।

পঞ্জাবের নতুন মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আজ বৈঠক কংগ্রেসের

চণ্ডীগড়, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বিধানসভা নির্বাচনের কয়েকমাস আগে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে আচমকাই সরে দাঁড়িয়েছেন ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা স্থির করতে আজ রবিবার বৈঠকে বসছে কংগ্রেস। সূত্রের খবর, আজ সকাল ১১ টায় চণ্ডীগড়ে কংগ্রেসের এই বৈঠক হবে। হরিশ রাওয়াত, অজয় মাকেন ও হরিশ চৌধুরীর মতো দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা এই বৈঠকে থাকবেন।

পঞ্জাবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে অমরিন্দরের ইস্তফা ও নেতা নির্বাচন নিয়ে দলের ধারাবাহিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কংগ্রেসের কাছে বড়সড় ধাক্কা বলেই মনে করা হচ্ছে। পঞ্জাবের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেশ কিছু নাম ঘোরাফেরা করছে। তবে সূত্রের খবর, অমরিন্দরের ছেড়ে যাওয়া কুর্সিতে বসার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন সুনীল জাখর। গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত পঞ্জাবের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রাহুল গান্ধীর বাসভবনে বৈঠক হয়েছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল ও অম্বিকা সোনিও বৈঠকে হাজির ছিলেন। বৈঠকে সিধু, জাখড়, সুখবিন্দর সিং রান্ধওয়া সহ বেশ কয়েকটি নাম নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে। সুনীল জাখড় এগিয়ে থাকলেও তাঁর নামে বেশ কয়েকজন বিধায়কের আপত্তি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এরইমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভজ্যোতি সিং সিধুকে মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য বিবেচনা করা হলে তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন অমরিন্দর। তিনি সিধুকে অদক্ষ ও জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক আখ্যা দিতেও ইতস্তত করেননি। তিনি বলেছেন, সিধু অযোগ্য। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা হলে তা হবে বিপর্যয়। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে বেছে নেওয়া হলে আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি। সিধুর সঙ্গে পাকিস্তানের যোগ রয়েছে। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা হলে তা হবে জাতীয় সুরক্ষার সঙ্গে আপোস করা। তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে অমরিন্দ এদিন জানান, তিনি অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

মা উড়ালপুল থেকে আচমকা মরণঝাঁপ, মৃত প্রৌঢ়

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রবিবারের সকালে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল মা উড়ালপুলে। এদিন সকাল তখন ৭টা নাগাদ মিলন মেলা গেটের কাছে এক প্রৌঢ় আচমকা উড়ালপুল থেকে ঝাঁপ দেন। ঘটনা দেখে ছুটে আসেন লোকজন। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রৌঢ়কে উদ্ধার করে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম প্রণব কুণ্ডু, বয়স ৫৮। উনি লেকটাউনের শ্রীভূমির বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, ওই ব্যক্তি সকাল থেকেই উড়ালপুলের ওপর ঘুরঘুর করছিলেন। তখন তাঁর উদ্দেশ্য বোঝা যায়নি। মিলন মেলা গেটের কাছে গিয়ে আচমকাই তিনি ঝাঁপ দেন। এত দ্রুত এই ঘটনা ঘটে যায় যে কেউ তাঁকে ধরার সময় পাননি। বৃদ্ধকে ঝাঁপ নিয়ে নীচে পড়তে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে উদ্ধার করে। কী কারণে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রৌঢ়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত, দু''দিন আগেই মা উড়ালপুলে মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এক বন্ধুর বাইক থেকে ছিটকে নীচে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ১৭ বছরের এক কিশোরের। উড়ালপুল দিয়ে দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় গার্ডওয়ালে ধাক্কা মারে বাইকটি। ব্রিজ থেকে ঝুলে কোনওমতে নিজেকে বাঁচায় চালক, কিন্তু পিছনে বসা কিশোর ছিটকে নীচে পড়ে যান। পুলিশ জানায়, কিশোরের মাথায় হেলমেট ছিল না, তাছাড়া সে মত্ত অবস্থায় ছিল। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

পুরুলিয়াতেও জ্বরের থাবা, বাড়ছে অসুস্থ শিশুর সংখ্যা

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : জলপাইগুড়িতে হঠাৎই শিশুদের মধ্যে জ্বরের সংক্রমণ দেখা যাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল বিশেষজ্ঞদের কপালে। এবার জ্বর সহ বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে পুরুলিয়াতে। জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট জেলার রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৬২ শিশু। এদিকে ইতিমধ্যেই হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল সুপার সোমনাথ দাস। হাসপাতাল সূত্রে খবর, রঘুনাথপুর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্বরের উপসর্গ থাকা শিশুদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসছেন অভিভাবকরা। তাদের মধ্যে জ্বর, সর্দি, কাশি এবং শ্বাসকষ্টের উপসর্গ দেখা গিয়েছে। হাসপাতাল সুপার জানান, শিশুদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং রেসপিরেটরি সিন্সিসিএল ভাইরাস জ্বরের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে শয্যা সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ করে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

উনি স্টার দলের হননি কোনওদিন, বাবুল সুপ্রিয়কে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা,১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই বেসুরো ছিলেন বাবুল সুপ্রিয়। বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে বাবুল সুপ্রীয়র বিজেপি ত্যাগ করার জল্পনা। অবশেষে সেই জল্পনায় সীলমোহর দিয়ে শনিবার বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দেন বাবুল সুপ্রিয়। আর তারপরেই রবিবার চেতলায় বাবুল সুপ্রিয়র বিজেপি ত্যাগ প্রসঙ্গে ""''উনি স্টার। দলের হননি কোনওদিন"''' কটাক্ষ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র বিজেপি ত্যাগ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ""''উনি স্টার। আমাদের দলের হননি কোনওদিন। উনি এমপি ছিলেন, মন্ত্রী ছিলেন বিজেপি হওয়ার চেষ্টা করেননি। আমার বন্ধু মানুষ। যেখানে গেছেন সফলভাবে রাজনীতিটা ভালভাবে শিখুন, করুন ""'।

মানস ভুঁইয়াকে আইকোর মামলায় তলব করল সিবিআই

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থা আইকোর মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর মানস ভুঁইঞাকে তলব করল সিবিআই। সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে সোমবার বিধায়ক সিবিআই দফতরে যাবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। সূত্রের খবর, আইকোরের অনুষ্ঠান মঞ্চে মানসবাবুকে দেখা গিয়েছিল। সেখানে বক্তব্যও রেখেছিলেন তিনি। সেই ভিডিও সিবিআইয়ের হাতে এসেছে। সংস্থাটি থেকে সবংয়ের বিধায়ক কোনও আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই সূত্র ধরেই মানসকে জেরা করতে চাইছে তারা। তাই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর মানস ভুঁইঞাকেও ডাকল সিবিআই। সিবিআই সূত্রে দাবি, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের রেকর্ড করা বয়ান খতিয়ে দেখতে তারা। সেখান থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেও জেরা করা হতে পারে মানসবাবুকে। গত সপ্তাহে সমন পাঠিয়ে সোমবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠানো হয়েছিল সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে। কিন্তু তিনি নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকায় সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিলেন। ইমেলে তিনি এও লেখেন যে সিবিআই চাইলে তাঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে পারে। তিনি তার জন্য প্রস্তুত। সেই উত্তর পেয়ে শিল্পভবনেই পৌঁছে গিয়ে সিবিআই। প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। তাঁর বয়ান রেকর্ড করে সিবিআই।

জোর কদমে চলছে লেবু তলা পার্কের প্যান্ডেল বাঁধার কাজ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ক্যালেন্ডার জানান দিচ্ছে হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই দুর্গা পুজো। ইতিমধ্যেই পুজো প্যান্ডেল গুলি শুরু করে দিয়েছে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ। অপরদিকে জোর কদমে চলছে লেবু তলা পার্কেও প্যান্ডেল বাঁধার কাজ। সারাবছর শহরবাসী অপেক্ষা করে থাকে দুর্গা পুজোর জন্য। আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শহর সাজবে আলোয় আলোয়। কলকাতার পুজো মানেই থিম বনাম সাবেকের লড়াই। থিমের পুজোয় অন্যতম ভাবে এগিয়ে লেবু তলা পার্ক। আর এবার পুজোয় লেবুতলা পার্ক ওরফে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে ফুটে উঠবে এক টুকরো জয়পুর। উত্তর ভারতের রাজ্য রাজস্থানে জয়পুরের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির যা বিড়লা মন্দির নামে সেই শ্বেতশুভ্র মন্দিরটি এবার দেখা যাবে শোভা পাবে লেবু তলা পার্কে। বর্তমানে সেখানে জোর কদমে চলছে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ। কারণ সময় বলছে আর মাত্র কয়েকদিনেই পুজো। করোনা আবহে পুজো হলেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানে চলছে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ।

প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়ালের হয়ে চেতলা বাজারে প্রচারে দিলীপ ঘোষ

কলকাতা,১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভবানীপুরের উপনির্বাচন নিয়ে বর্তমানে ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলি। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুরে উপনির্বাচন। ইতিমধ্যে শহর জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রচার। এরই মাঝে রবিবার ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়ালের হয়ে প্রচার সারলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ভবানীপুর উপনির্বাচন নিয়ে বর্তমানে উত্তাল শহর। ভবানীপুর উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরদিকে ইতিমধ্যে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি সিপিএমও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিজেপি থেকে দাঁড়িয়েছেন প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। গত কয়েকদিন ধরেই প্রচার করছে বিজেপি। আর তাই বাদ নেই রবিবারও। এদিন ভবানীপুর উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়ালের হয়ে চেতলায় প্রচার সরেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। চেতলায় চায়ের আসরে যোগ দেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। এরপর সেখান থেকে শেক্সপিয়র সরণিতে প্রচার সারেন তিনি।

ফের আগুন আতঙ্ক শহরে

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রবিবার ছুটির বেলায় ফের খাস কলকাতায় আগুন আতঙ্ক। ভিআইপি রোড সংলগ্ন একটি বহুতল বিল্ডিংয়ে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন লেগে যাওয়ায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়।

আর মাত্র কয়েকদিন পরেই দুর্গা পুজো। শহর জুড়ে বর্তমানে চলছে পুজোর প্রস্তুতি। তারই মাঝে ফের শহরে আগুন আতঙ্ক। রবিবারের হলদিরামের কাছে ভিআইপি রোড সংলগ্ন একটি বহুতলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ওই এলাকায় আগুনের লেগে গিয়েছে সেটা প্রথমে স্থানীয়রা দেখতে পায়। আগুন লেগেছে বুঝতে পেরেই মুহূর্তের মধ্যে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে স্থানীয়রা। আগুন লাগার ঘটানায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। দমকলে খবর দিলেও দমকল আসার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

জানা গিয়েছে,বহুতলটির একতলায় একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক আছে। দমকলের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটতে পারে। যদিও, আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

জোড়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে কলকাতা সহ একাধিক জেলায় দিনভর বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : জোড়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে আজ রবিবারও দিনভর চলবে বৃষ্টিপাত। দুই বঙ্গেই ভারী বৃষ্টি হতে পারে, এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়, হাওয়া অফিস সূত্রে খবর এমনটাই। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা জি কে দাস জানান, উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থান করছে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা। অন্যদিকে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থান করছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। এছাড়া দক্ষিণ বাংলাদেশের উপর অবস্থান করছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। এই দুই ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখার দরুন রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এছাড়াও মৌসুমী অক্ষরেখা জামশেদপুর এর উপর দিয়ে দিঘা হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, রবিবার ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে কলকাতা, উত্তর এবং দক্ষিণ দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং নদিয়ায়। সোমবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি এবং নদিয়ায়।

আশা করছি বোনের বিরুদ্ধে প্রচারে আসবেন না, বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে সুর প্রিয়ঙ্কার

কলকাতা,১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুরে উপনির্বাচন। কিন্তু উপনির্বাচনের আগেই বিজেপিতে বড়সড় ভাঙন। শনিবারই বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বাবুল সুপ্রিয়। বাবুল সুপ্রিয়র তৃণমূলে যোগ প্রসঙ্গে রবিবার চেতলায় প্রচারে বেরিয়ে ""''আশা করছি বোনের বিরুদ্ধে প্রচারে আসবেন না""' এমনটাই মন্তব্য করে ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল।

এই প্রসঙ্গে প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল আরও বলেন, ""''বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক। বোনের বিরুদ্ধে ভবানীপুরে প্রচারে আসবেন না বলেই মনে হয়। তৃণমূলে যোগদানের সিদ্ধান্ত তার ব্যক্তিগত। বাবুল সুপ্রিয় তো ভবানীপুরে কিছু কাজ করেননি। আসানসোল হলে না হয় বলতাম এর প্রভাব পড়তে পারে। আমার এটা বিশ্বাস আছে যে বোনের বিরুদ্ধে উনি প্রচার করবেন না। আমি ওঁর জায়গায় থাকলে আমিও করতাম না ""'।

টালিগঞ্জে ৫০ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছেন বাবুল সুপ্রিয়কে কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বর্তমানে শহর জুড়ে দামামা বেজে গিয়েছে উপনির্বাচনের। কিন্তু উপনির্বাচনের আগেই বিজেপি ছাড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। শনিবারই তৃণমূলে যোগদেন বাবুল সুপ্রিয়। বাবুল সুপ্রিয়র বিজেপি ত্যাগ প্রসঙ্গে রবিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ""''টালিগঞ্জে ৫০ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছেন""' কটাক্ষ বিজেপি নেতা অর্জুন সিংহের।

ইতিমধ্যেই ভবানীপুর উপ নির্বাচন নিয়ে প্রচার শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। প্রচার শুরু করেছে বিজেপি তৃণমূলও। রবিবারও চলছে প্রচার। কিন্তু অপরদিকে চর্চায় বাবুল সুপ্রিয়র তৃণমূল যোগ। বাবুল সুপ্রিয়র বিজেপি ত্যাগ করে তৃণমূল যোগ প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংহ তোপ দাগিয়ে আরও বলেন, ""' বাবুল সুপ্রিয় কোনও ফ্যাক্টর নন। টালিগঞ্জে ৫০ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে নিজে লড়ছেন। সেখানে তো সুষ্ঠু, শান্তভাবে ভোট হওয়ার অপেক্ষা মানুষ করবে।। কিন্তু এখানে সেই জায়গা নেই। এই অবস্থাতেই আমাদের ভোটে লড়তে হচ্ছে ""'।

মালদা মেডিকেলে জ্বরে মৃত্যু আরও ১ শিশুর, ৫ দিনে ঝড়ে গেল ৭টি প্রাণ

মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জ্বরে আক্রান্ত আরও এক শিশুর মৃত্যু হল মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।এবার মৃত্যু হল মাত্র ছয় মাসের শিশুর। জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি ছিল সে। মানিকচকের বাসিন্দা ওই শিশুটির রবিবার ভোর রাতে মৃত্যু হয়েছে বলেই জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই নিয়ে পাঁচ দিনে মোট সাতটি শিশুর মৃত্যু হল। জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম আফিয়া খাতুন। বাড়ি মালদার মানিকচক থানার বড়বাগান এলাকায়। গত তিন থেকে চারদিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত ছিল ছ'মাসের ওই শিশুটি। প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার দুপুরে শিশুটিকে মালদা মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। এদিন ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় শিশুটির। এই নিয়ে গত কয়েকদিনে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মোট সাতজন শিশুর মৃত্যু হল।

মালদা ছাড়াও জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারেও করাল থাবা জ্বরের। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও বাড়ছে শিশুদের জ্বরের প্রকোপ। মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরে বহু শিশুই ভুগছে জ্বরে। কারও কারও রয়েছে শ্বাসকষ্টও। ক্রমশই উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবকদের। এই পরিস্থিতিতে নির্দেশিকাও জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্যদফতর। শিশুদের জ্বর, ডায়েরিয়া, শ্বাসকষ্টের মত উপসর্গ দেখা দিলে অভিভাবকদের সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সারাদিন ৪-৫বার পালস অক্সিমিটার দিয়ে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। শিশু সারাদিনে কতবার প্রস্রাব করছে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে অভিভাবকদের। উপসর্গ বাড়াবাড়ি আকার নিলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে তাকে ভরতি করতে হবে হাসপাতালে।

অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিসার্শ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার। ছবি ঃ নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কোন সময় ফল খাওয়া উচিত কখন ফল খাওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর

খাবার অন্তত এক ঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত। কারণ খাওয়ার পরেই ফল খেলে খাবারের আগে ফল হজম হয়ে যায়। ফলের পুষ্টিগুণ শরীরে দ্রুত পৌঁছে যায় এবং খাবারের অনেক পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হয় না।

অন্যদিকে, রাতে ঘুমানোর আগে ফল খাওয়ার সবচাইতে খারাপ সময়। কারণ ঘুমানোর আগে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে ঘুম আসবে না। এমনকি রাতের খাবারটাও ঘুমানোর কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। অন্যথায় বদহজম দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরপরই ফল খাওয়ার মাঝখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা উচিত। কারণ এক্ষেত্রেও বদহজম হতে পারে এবং ফলের পুরোপুরি পুষ্টিগুণ শরীরে শোষিত হবে না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগিদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হওয়া উচিত অন্যান্য খাবার খাওয়ার আগে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা।

আর অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ফল খেলে হজম পদ্ধতি ধীর করে দেয়। অর্থাত ফল দীর্ঘসময় পাকস্থলিতে থেকে যায়। যা ফলটির ''ফার্মেন্টেশন''র দিকে নিয়ে যেতে পারে। আঁশ বেশি থাকায় ফল এমনিতেই হজম হতে সময় লাগে। অন্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তা আরও ধীরে হজম হয়।

ফলের সর্বোচ্চ পুষ্টি গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফল খাওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে একবাটি তাজা ফল আপনাকে সুস্থ রাখবে। তবে তা খেতে হবে সূর্যাস্তের আগেই। এছাড়াও সূর্যাস্তের পর আমাদের বিপাক ধীর হয়ে যায় এবং কার্বস হজম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

খাবারের সঙ্গেও ফল যোগ করা উচিত নয় বা খাবারের পরপরই খাওয়া উচিত নয়। খাবার এবং ফল খাওয়ার মাঝে অন্তত দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। বেশিরভাগ ফলই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ। দ্রুত শক্তির একটি দুর্দান্ত উতস হচ্ছে ফল, তবে এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে তোলে। রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে এটি ঘুমকে ব্যাহত করতে পারে।

চুলের দুর্গন্ধ কিভাবে সুগন্ধে রূপান্তরিত করবেন

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশ চুল। শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত চুল আমরা কেউই পছন্দ করি না। চুলে দুর্গন্ধ হলে তা অনেক সময় বিরক্তির কারণও হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কি? আপনারো যদি একই প্রশ্ন থাকে তবে এ প্রতিবেদনটি আপনাকে সাহায্য করবে। চুলের জন্য সুগন্ধযুক্ত বিশেষ সিরাম ও শ্যাম্পু তৈরি করা যায়। এগুলো খুব সহজেই আপনি চাইলে বাসায় তৈরি করতে পারেন। এই চুলের সুগন্ধি বানানো খুব সহজ ও সাশ্রয়ীর পাশাপাশি পুষ্টিকর এবং বিষমুক্তও।

একটি কাচের বাটিতে, ১ টেবিল চামচ ভেষজ তেল নিন। এর সঙ্গে ১০-১২ ফেঁটা প্রয়োজনীয় সুগন্ধি তেল যোগ করুন। পছন্দমতো ল্যাভেন্ডার বা জুঁই ফুলের সুগন্ধি দিতে পারেন। এর পর এর সঙ্গে আধা কাপ পরিশোধিত গোলাপ জল মেশান। ভালোভাবে নাড়ুন এবং একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে রাখুন। বাইরে বেরোনোর আগে বা যখনই আপনার মনে হবে 'আপনার চুলে সুগন্ধ ও চমক প্রয়োজন, এটি স্প্রে করুন।

ভেষজ তেল চুলকে ময়েশ্চারাইজ এবং পুষ্ট করে, পাশাপাশি চুলের আগা ফাটা প্রতিরোধ করে। শুধু তাই নয়, এতে থাকা সুগন্ধি তেল চুলের দুর্গন্ধ দূর করে ও চুল পুনর্জীবিত করতে সহায়তা করে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে সুগন্ধি ছড়িয়ে নিলে এটি ভাল ঘুমের আমেজ তৈরিতেও সহায়তা করে। অন্যদিকে গোলাপ জল মাথার ত্বকের শুষ্কতার সঙ্গে খুশকি এবং চুলকানি কমায়।

গুড় খাওয়ার ফলে যে উপকার গুলি পাবেন জেনেনিন

সারা দিনের নানা কাজকর্মের শেষে অনেক সময় শরীরে আর শক্তি থাকে না। অসম্ভব ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগে সারাদিন। এমন অবস্থায় হাতের কাছে একটি পানীয় হতে পারে আপনার সকল ক্লান্তির চিকিতসা। হালকা গরম পানিতে গুড় মিশিয়ে খেলেই দূর হবে সব ক্লান্তি।

গুড়ে কার্বোহাইড্রেট আছে, তাই এটি শরীরে তাতক্ষণিক এনার্জি জোগাতে সক্ষম হয়। শুধু এনার্জির জোগান দেওয়া নয়, গুড় শরীরের পক্ষে নানা দিক দিয়েই ভালো। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও গুড়ের নানা উপযোগিতার কথা বলা আছে। ওষুধের উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রাকৃতিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে গুড়ই যথেষ্ট। তবে রিফাইন করা চিনির চেয়ে আখ বা খেজুরের রস দিয়ে তৈরি গুড় স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ভালো। এনার্জির জোগান দেওয়া ছাড়া গুড় জল আর কি কি করে উপকার করে শরীরের, সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

মেটাবলিজম ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় :

ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি ১, বি ৬ ও ভিটামিন সি দ্বারা পরিপূর্ণ হল গুড়। এছাড়াও এতে আছে জিঙ্ক, সেলেনিয়াম ইত্যাদির মতো খনিজ। তাই সকালে বা রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে গুড় জল পান তা মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয় আর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও দৃঢ় করে।

ওজন কমায় : বেশিরভাগ সময়ই আমরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বলি যে মিষ্টি খেলেই ওজন বাড়ে। কিন্তু মিষ্টি খেলেও যে ওজন কমে, এটা কী ভাবে সম্ভব? গুড়ের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। গুড়ে পটাসিয়াম আছে বলে এটি শরীরে ইলেকট্রোলাইট সমতা বজায় রাখে। তাই জল ধরে রাখার ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায় আর বাড়তি মেদও কমে। পেশি গঠনেও সাহায্য করে গুড়। শরীর সুস্থ রাখে : গুড় প্রাকৃতিকভাবে লিভার পরিস্রুত করে এবং রক্তও পরিষ্কার করে। নিয়মিত গুড় খেলে ত্বকের উজ্জলতা বাড়বে এবং শরীর টক্সিনমুক্ত হবে।

জানেন কি লেবুর রসে নয়, উপকার বেশি খোসায় !

যে কোন খাবারের স্বাদ বাড়াতে লেবুর কোন জুড়ি নেই। এর সাথে লেবুর আছে সুঘ্রাণ। যা খাবারে তৃপ্তি দেয়। অনেকে আবার সুস্থতার জন্য সকালে লেবু জল পান করে থাকে। তবে আমরা লেবুর রস রেখে খোসাটা ফেলে দেই। কারণ আমরা জানিই না যে এই খোসাতে আছে কত অজানা ও চমতকার সব উপকারিতা। লেবুর রসের চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি ভিটামিন আছে লেবুর খোসায়। লেবু আমাদের স্বাস্থ্য, ত্বক এবং চুলের জন্যেও খুবই উপকারি। খোসাতে আছে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের মত খনিজ উপাদান, ফাইবার ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ।

চলুন জেনে নেই লেবুর খোসার জাদুকরী উপকারিতা সম্পর্কে।

১. ত্বকের সানবার্ন প্রতিরোধ করতে লেবুর খোসা সরাসরি ত্বকে প্রয়োগ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এতে ত্বকের পোড়াভাব সহজেই দূর হয়। পাশাপাশি ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান।

২. লেবুর খোসা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় খুব সহজেই।

৩. দেহের অতিরিক্ত মেদ কমাতেও লেবুর খোসা অনেক উপকারী।

৪. এতে প্রচুর পরিমাণের ভিটামিন সি থাকায় দাঁতের জন্য বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুর খোসা দাঁতের বিভিন্ন অসুখ থেকে রক্ষা করে। হাড়ের বিভিন্ন অসুখ যেমন, পলি আর্থারাইটিস, অস্টিওপরোসিস এবং বিভিন্ন প্রকার আর্থারাইটিস প্রতিরোধ করে।

৫. প্রত্যহ লেবুর খোসা খেলে শরীরে সাইট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়।

৬. লেবুর খোসা শরীর থেকে স্ট্রেস কমাতে সহায়তা করে।

৭. লেবুর খোসাতে আছে সয়ালভেসস্ট্রল কিউ ৪০ ও লিমোনেন্স, যা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করে, বাকটেরিয়াল ও ছত্রাক সংক্রমণের প্রকোপ কমায়।

৮. আমদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখে লেবুর খোসা, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বিভিন্ন হৃদরোগ যেমন স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

সোনামণির বাহারি মশারি

ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ নানা রোগে এখন আক্রান্ত হচ্ছে সব বয়সী মানুষ। শিশুরা তো আরও ঝুঁকিতে। মশারি ব্যবহার করলে মশার এই অত্যাচার থেকে নিজে যেমন বাঁচতে পারবেন, তেমনি বাঁচাতে পারবেন আপনার সন্তানকেও। তাই ব্যাঘাতহীন ঘুমের জন্য মশারি ব্যবহার উত্তম এবং নিরাপদও। বাজারে শিশুদের জন্য আছে বাহারি মশারি। এসব মশারি যেমন শিশুকে নিরাপদ রাখবে, তেমনি রঙিন মশারি ঘরে যোগ করবে বাড়তি সৌন্দর্য।

মশা থেকে বাঁচতে

নিজ ঘরে মশা থেকে বাঁচার সবচেয়ে সস্তা, দীর্ঘস্থায়ী, কার্যকর এবং নিরাপদ উপায়টির নাম মশারি। কয়েল বা ওষুধে মশা না—ও মরতে পারে, তবে চারদিক গুঁজে নিয়ে এবং ভেতরে মশা নেই, সেটা নিশ্চিত করে মশারির ভেতর ঢুকে বসে থাকলে মশা যে কামড়াতে পারবে না, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নিউমার্কেটের মশারি ও পর্দার দোকান মায়ের দোয়া স্টোরের বিক্রয়কর্মী আশিক হোসেন জানান, সারা বছর ছোট মশারি কমবেশি চলে।

ছোটদের মশারি

ঢাকার গুলশান ১ নম্বরের এনডিসিসি মার্কেটে মশারি কিনতে এসেছেন গৃহিণী ফারজানা খন্দকার। তিনি বলেন, 'আমার আট মাসের সন্তানের জন্য বাহারি মশারি কিনতে এসেছি। দিন দিন মশাবাহিত রোগ বাড়ছে। আমার সন্তান যেহেতু সারাক্ষণ শুয়েই থাকে, তাই দেখতে সুন্দর, এমন মশারি কিনতেই মার্কেটে আসা।' ছোট শিশুদের জন্য আলাদা মশারি বেশ জরুরি। কারণ, শিশুরা একটু আগে ঘুমিয়ে পড়ে। আর তখন বড় মশারি টানিয়ে রাখা বেশ ঝামেলার। আর না টানালে মশার উৎপাতে আপনার সোনামণি আরামে ঘুমাতে পারবে না। তা ছাড়া ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ায় শিশুদের দিনের বেলায় ঘুম পাড়ালেও মশারি টানানো জরুরি। এ ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ছোট মশারি ব্যবহারই সুবিধাজনক। আর এখন বাজারে শিশুদের জন্য বাহারি সব মশারিও পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোনোটি চেইন দিয়ে তৈরি ঘরের মতো। একে স্প্রিং মশারি বলে। কোনোটি আবার লোহার দণ্ডের সঙ্গে নেট প্যাঁচানো। কোনোটি আবার ছাতার মতো খোলা যায়। কিছু আবার আছে বিছানাসহকারে তৈরি বেড সেটিং মশারি।

আপনি চাইলে মশারি রেডিমেড কিনতে পারেন আবার বানিয়েও নিতে পারেন। তবে রেডিমেডের চেয়ে বানানো মশারিই বেশি টেকসই। অবশ্য এ জন্য খরচাপাতিও একটু বেশি গুনতে হবে। সাধারণত মশারির নেট কাপড় এবং সাইজের ওপর নির্ভর করে এর দরদামের পার্থক্য।

ঘুমের ওষুধ খেয়েও চোখে ঘুম নেই? ওষুধ ছাড়াই ঘুম আসবে যেভাবে জানুন

সমস্যার নাম ঘুমের অসুখ। আক্রান্তের হিসেব শুনলে আঁতকে ওঠার কথা! শিশু থেকে বয়স্ক, বিশ্বে শতকরা প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ ঘুমের অসুখে আক্রান্ত। সারাদিন পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম না আসার সমস্যা নতুন নয়। এপাশ ওপাশ করতে করতেই রাত শেষ হয় অনেকের। এমন সমস্যা কি আপনারও? ঘুমের ওষুধ খেতে হচ্ছে প্রায়ই? কিন্তু জানেন কি, ঘুমাতে যাওয়ার আগে যদি মানেন সহজ কিছু নিয়ম, তাতেই ঘুম হবে গাঢ়।

১. পা ভিজে রেখে ঘুমতে যাবেন না। চিকিতসকদের মতে, শরীরের তাপমাত্রার একাংশ নিয়ন্ত্রণ করে পা। তাই পা ভেজা থাকলে শরীরের তাপমাত্রায় ভারসাম্য থাকে না। কাজেই ভাল করে পা মুছে, শুকনা পায়ে উঠুন বিছানায়।

২. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়ার চেষ্টা করুন। ফোন থেকে দূরে থাকুন। ঘুমের সবচেয়ে ব্যাঘাত ঘটায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। তাই ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্রুপ চ্যাট, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

৩. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ল্যাপটপ বা মোবাইলে ওয়েব সিরিজ-ছবি না দেখে, বরং কিছুক্ষণ বই পড়ুন। বই পড়লে মাথা শান্ত হয়। ফলে নিমেষেই ঘুম আসে। খবরের কাগজও পড়তে পারেন।

৪. ঘুমাতে যাওয়ার দু-ঘণ্টা আগে সারুন রাতের খাওয়া। চার ঘণ্টা আগেই নিয়ে নিন সেদিনের শেষ কফি বা চা। এই দুই নিয়মে অভ্যস্ত হতে পারলে ঘুম আসবে সহজেই।

৫. তোষক ও বিছানাও কিন্তু ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোর অন্যতম কারণ। খেয়াল রাখুন, সেসবের গুণগত মান যেন উন্নত হয়। আরামদায়ক তোষকে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালভাবে হয়। স্নায়ু ও পেশী আরাম পায়। ঘুম আসে নিমেষে।

৬. ঘুমনোর আগে স্নান করুন। ঠান্ডা লাগার অভ্যাস না থাকলে এটি করে দেখুন। কাজে আসবে দারুণ। ঘুমের মানও ভালো হবে। শরীর থাকবে ঝরঝরে।

অতিরিক্ত ধাতুস্রাব অগ্রাহ্য করবেন না

মেয়েদের পিরিয়ডের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত স্বাভাবিক মনে হলেও বিষয়টি স্বাভাবিক নয়। যে কোন মেয়েরই যাদের পিরিয়ড শুরু হয়েছে তাদের এ সমস্যা হতে পারে। সঠিক চিকিতসার অভাবে এদের অনেকেই ক্রনিক অ্যানিমিয়া-সহ নানা সমস্যায় ভোগেন। তবে রোগ নির্ণয় পদ্ধতির উন্নতি হওয়ায় এবং সচেতনতা বাড়ায় আগের থেকে অনেক বেশি রোগ ধরা পড়ছে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কিশোরী এবং ৪০ বছরের বেশি বয়সিদের অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের ঝুঁকি বাড়ে। কারণ, কিশোরী বয়সে পিরিয়ড শুরুর সময় এবং ৪০ বছর বয়সের পর মেনোপজের আগে শরীরে সাময়িক ভাবে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোনের তারতম্য হয়। এর ফলেই অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের সমস্যা বাড়ে। আবার অতিরিক্ত ওজনের কারণেও হেভি ব্লিডিং হতে পারে।

অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের কারণ: ১. জরায়ুতে ফাইব্রয়েড বা টিউমার। ২. ওভারিতে কোনও সমস্যা থাকলে ঠিক মতো ডিম্বাণু নিঃসরণ হয় না। তাতে প্রোজেস্টেরন হরমোন উতপাদন কমে গিয়ে এই সমস্যা দেখা দেয়। ৩. জরায়ু লাইনিং এ বিনাইন (অর্থাত ক্যানসার নয় এমন) পলিপ হলে। ৪. জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামের সমস্যা। ৫. জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ইন্ট্রা ইউটেরাইন ডিভাইস ব্যবহার করলে তার পার্শ প্রতিক্রিয়ায়।

৬. সারভিক্সে সংক্রমণ। ৭. গর্ভপাত ।৮. ইউটেরাস ও সারভিক্সের ক্যানসার হলেও অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হয়। ৯. হরমোন ওষুধ, রক্ত পাতলা করার ওষুধের পার্শ প্রতিক্রয়ায় অতিরিক্ত ঋতুস্রাবের ঝুঁকি থাকে।

১০. লিভার ও কিডনির অসুখ থাকলেও এই সমস্যা হতে পারে।

যে সব পরীক্ষা জরুরি: অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হলে যেসব পরীক্ষাগুলো করা জরুরী: রক্তের হিমোগ্লোবিন এবং থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্য বজায় আছে কিনা জানতে রক্ত পরীক্ষা করানো দরকার। সারভিক্সে সংক্রমণ বা ক্যানসার আছে কিনা জানতে প্যাপ স্মিয়ার পরীক্ষা করা হয়।

জরায়ু থেকে টিস্যু সংগ্রহ করে এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপ্সি করা দরকার। ইউটেরাস, ওভারি ও পেলভিসের আল্ট্রাসাউন্ড। ইউটেরাসের লাইনিং-এর সমস্যা জানতে সোনোহিস্টেরোগ্রাফি করতে হয়। ইউটেরাস খুঁটিয়ে দেখতে হিস্টেরোস্কোপি করতে হতে পারে।

অ্যানিমিয়ার ঝুঁকি: অনেক সময় হেভি ব্লিডিং হলেও অনেকে ব্যাপারটা বিশেষ আমল দেন না। পরে ঠিক হয়ে যাবে ভেবে ফেলে রাখেন। প্রতি মাসে অতিরিক্ত রক্তপাত হতে হতে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অন্য দিকে অ্যানিমিয়া হলেও অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হয়। ব্যাপারটা চক্রাকারে চলতে থাকে। আবার যে কারণে হেভি ব্লিডিং হচ্ছে, তার চিকিতসা না করানোয় অসুখটা ক্রমশ জটিল হতে শুরু করে। অসুখের প্রাথমিক পর্যায়ে ওষুধ দিয়ে চিকিতসা করে কাজ হলে অনেক দিন ফেলে রাখলে রোগের জটিলতা বেড়ে যায়। বিশেষ করে মেনোপজের পর বেশি ঋতুস্রাব অনেক সময় ক্যানসারের উপসর্গ হতে পারে। তাই অসুখের শুরুতেই সঠিক চিকিতসা করা জরুরী।

ব্রকলি খাওয়ার উপকারিতাগুলি জেনেনিন

শীতকালীন সবজি ব্রকলি। অনেকটা ফুলকপির মতো দেখতে সবুজ রঙের এই সবজির চাহিদা এখন সর্বত্র। চায়নিজ খাবারের সঙ্গে দেশি খাবারেও ব্যবহৃত হচ্ছে ব্রকলি। কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায় ব্রকলি।

ওজন কমাতে : ব্রকলিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম, তাই অনেক খেলেও ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ওজন কমানোর জন্য ক্ষুধা লাগলে ব্রকলি খাওয়া যেতে পারে।

সুস্বাদু : সালাদে এবং দেশি বা বিদেশি স্টাইলে রান্না করলে ব্রকলি খেতে অনেক সুস্বাদু মনে হয়।

ক্যান্সার প্রতিরোধ : নিয়মিত ব্রকলি খেলে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই কমে যায়।

পুষ্টিগুণ : ক্যালোরির পরিমাণ কম হলেও ব্রোকলিতে যে ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে, তা শরীরের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

হাড় সুস্থ রাখতে : ব্রকলিতে ক্যালসিয়াম বেশি থাকায় হাড় শক্তিশালী ও মজবুত হয়।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট : ব্রকলিতে ভিটামিন কে, আয়রন আর পটাশিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ ফ্ল্যাভিনয়েড, লিউটেন, ক্যারোটিনয়েড, বিটা-ক্যারোটিনসহ উচ্চমানের নানা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এ সময় সুস্থতার জন্য তাই খাদ্যতালিকায় ব্রকলি রাখুন।

বিপাকক্রিয়া : ব্রকলি এমন একটি সবজি, যা পেটে কোনো সমস্যা তৈরি করে না এবং সহজেই হজম হয়।

ত্বক সুন্দর রাখতে : ব্রকলিতে থাকা ভিটামিন ''সি'' ত্বক সুন্দর ও মসৃণ রাখে। এ ছাড়া ব্রকলি খেলে বয়সের ছাপ চেহারায় পড়ে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ''এ'' থাকায় তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া ঠাণ্ডা কাশিও প্রতিরোধ করে ব্রকলি।

ফরেস্ট পাট্টা সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত নিম্নে উল্লিখিত পাট্টা প্রাপকদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের কর্তৃক পাট্টা কপি Computer Digitization এবং বন দপ্তরের খতিয়ান অন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। কিন্তু তহশিলদারদের দ্বারা Field Verification করার সময় Online পাট্টাতে উল্লিখিত ঠিকানাতে আপনারা অনুপস্থিতি থাকাতে আপনাদের পাট্টার কপি সংগৃহিত হয়নি এবং আপনাদের বাসস্থান সম্পর্কে কেউ কোনও খবর দিতে পারেনি, আমাদের দপ্তরে আপনাদের পাট্টার রেকর্ডও নেই। তাই Computer Digitization এবং বন দপ্তরের খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তির কাজও সম্পূর্ণ করা যায়নি। এখানে উল্লেখ যে, দ্বিতীয় পার্ট হিসাবে খেদারনাল এডিসি ভিলেজ, ভোমড়াছড়া এডিসি ভিলেজ, পূর্ব মালবাসা এডিসি ভিলেজ, অম্পিছড়া এডিসি ভিলেজ এবং অম্পিনগর এডিসি ভিলেজ এর মধ্যে পাট্টা প্রাপকদের নামগুলি দেওয়া হচ্ছে।

অতএব, আমাদের বিশেষ আবেদন এই যে, আপনারা আগামী ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং তারিখের মধ্যে আপনাদের পাট্টার ফটো কপি অমরপুর মহকুমাশাসকের কার্যালয়ের জনজাতি কল্যাণ অফিসে জমা করুন। অন্যথায় আপনাদের পাট্টা Computer Digitization এবং বন দপ্তরের খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না। উক্ত পাট্টা প্রাপকদের নামগুলি নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

1.Name of ADC Village:-Khedarnal ADC Village

Sl.No	Patta holder details	GP/VC name	Name of village
1.	Goutam Chakma S/o- Sunakumar Chakma	Khadernal ADC	Chakma Para
2.	Sanaki Marak s.o- latik marak	Khadernal ADC	Garu Para
3.	Nantosh marak	Khadernal ADC	Garu Para
4.	Sebila Marak s/o- shudir marak	Khadernal ADC	Garu para
5.	Nirodh marak	Khadernal ADC	Garu Para
6.	Sebendra Marak S/o- Sashatnam Marak	Khadernal ADC	Garu Para
7.	Manik Traipura S/o-	Khadernal ADC	Garu para
8.	Madu Marak	Khadernal ADC	Garu Para
9.	Rakhindra Marak S/o- Jatendra Marak	Khadernal ADC	Garu para
10.	Pranati Marak	Khadernal ADC	Garu Para
11.	Haridhan Jamatia S/o- Nildhan Jamatia	Khadernal ADC	Gopal Pada Para
12.	Shaktilila Noatia S/o- Gopal Noatia	Khadernal ADC	Gopal Pada Para
13.	Pranati Marak	Khadernal ADC	Garu Para
14.	Puspita Marak	Khadernal ADC	Garu Para
15.	Ramjoy sadhan Jamatia S/o- Upa nayani jamatia	Khadernal ADC	Jamatia para

2. Name of ADC Village:- Bhomracherra ADC Village

Sl.No	Patta holder details	GP/VC name	Name of village
16	Joy Kumar Reang S/o-	Bhomracherra ADC	Ayaria Para
17	Joy Kumar Reang S/o-	Bhomracherra ADC	Ayaria Para
18	Bera Joy Reang S/o-	Bhomracherra ADC	Bhomra para
19	Ful kr reang S/o- Mega Ram Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
20	Sati Ram Reang S/o- mathu Ram Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
21	Subaram Reang S/o- Kangasa Ram Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
22	Kripa Joy Reang S/o- khararam Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
23	Hiranjoy Reang S/o- metha Rai Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
24	Kathi ram Reang s/o- paltan joy Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
25	Amulayati Reang S/o- tarsi Rewang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
26	Kharga Ram Reang S/o-	Bhomracherra ADC	Bhomra para
27	Saranjoy reang S/o- dsailya ram Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
28	Baliram reang S/o-	Bhomracherra ADC	Bhomra para
29	Maniham Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
30	Narendra Reang s/o- jagya ram reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
31	Ujjala Reang S/o-	Bhomracherra ADC	Bhomra para
32	Maniham Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
33	Jachindra Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
34	Alijoy reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
35	Habiram Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
36	Bhuram Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
37	Birtan reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
38	Chandra joy reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
39	Rajukta reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
40	Rajhanjoy reang s/o- ananda reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
41	Jalaham Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
42	Madan kr reang s/o- daina ham reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
43	Usabpai reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
44	Satyenjoy Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
45	Ubharam Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
46	Karboti Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
47	Bijendra Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
48	Kali kr Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
49	Shibjoy Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
50	Narayan Reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
51	Thangfirai reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
52	Alanjoy reang s/o- bashi ram reang	Bhomracherra ADC	Bhomra para
53	Alendra Tripura	Bhomracherra ADC	Bhomra para
54	Purna joy reang S/o-bashiram reang	Bhomracherra ADC	Karamani para
55	Tajendra Marak s/o- triyamay marak	Bhomracherra ADC	Bhomra para
56	Sarjay Chakma S/o-	Bhomracherra ADC	Tularam para
57	Balendra Tripura s/o- nagendra Tripura	Bhomracherra ADC	Nutanbazar
58	Hingula Tripura S/o- Jatindra Tripura	Bhomracherra ADC	Kartik para
59	Chentamani Tripura s/o- kunja mohan	Bhomracherra ADC	Kartik para
60	Birshamani chakma	Bhomracherra ADC	Bhomrachara
61	Birenkanta chakma	Bhomracherra ADC	Bhomrachara
62	Jatramani chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
63	Laxmi ch Chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
64	Arun Chandra Chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
65	Laxmi Chandra chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
66	Sanjit chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
67	Sukrasen chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
68	hema ranjan Chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
69	Kitta ranjan chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
70	Kajal Kr Chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
71	Kajal kr Chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
72	Rahul Mani chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
73	Nilketu Chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
74	Rabi Ch. Chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
75	Raj Kr Chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
76	Gulap ch. Chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
77	Punya pati Chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
78	Shib saran Chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
79	Sruta ranjan chakma S/o- purnadhan chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
80	Airan joy Reang s/o- malika reang	Bhomracherra ADC	Laipada para
81	Bashi ram Reang	Bhomracherra ADC	Laipada para
82	Khabindra Reang S/o- khabindra Reang	Bhomracherra ADC	Laipada para
83	Laxmi kanta chakma	Bhomracherra ADC	Laipada para
84	Sujit kumar Reang	Bhomracherra ADC	Laipada para
85	Shasirung Reang	Bhomracherra ADC	Laipada para
86	Narendra Reang	Bhomracherra ADC	Laipada para
87	Kahbiram Reang	Bhomracherra ADC	Laipada para
88	Chakradhar Reang	Bhomracherra ADC	Laipada para
89	Birmyfi Reang	Bhomracherra ADC	Laipada para

3. Name of ADC Village:- East Malbasa

Sl.No	Patta holder details	GP/VC name	Name of Village
90	Rabisadhan Jamatia	East Malbasa	Burburia West
91	Mahananda Jamatia	East Malbasa	Burburia West
92	Gita Rani Jamatia D/o/W/o-Mohan Lal Jamatia	East Malbasa	Burburia West
93	Binay Kr. Jamatia	East Malbasa	Burburia West
94	Adhi Bashi Jamatia	East Malbasa	Burburia West
95	Amar Manik Jamatia	East Malbasa	Burburia West
96	Amit Jamatia	East Malbasa	Burburia West
97	Mangal Charan Jamatia	East Malbasa	Burburia West
98	Ahini Kr. Jamatia S/o- Annasing Jamatia	East Malbasa	Burburia West
99	Ahini Kr. Jamatia S/o- Ananna Sing Jamatia	East Malbasa	Burburia West
100	Jayanti Jamatia D/o or W/o- Anna Sing Jamatia	East Malbasa	Burburia West
101	Ranajoy Jamatia S/o- Indra Kumar Jamatia	East Malbasa	Burburia West
102	Mohanikanya Jamatia W/o or D/o- Shachi pada Jamatia	East Malbasa	Burburia West
103	Amarmanik Jamatia S/o- Joy Gobinda Jamatia	East Malbasa	Burburia West
104	Soraj Jamatia S/o- Sarba Sadhan Jamatia	East Malbasa	Burburia West
105	Khalindra Jamatia S/o- Adhibashi Jamatia	East Malbasa	Burburia West
106	Jiban Chandra Jamatia S/o- Anna Sing Jamatia	East Malbasa	Burburia West
107	Jakhya Hari Jamatia S/o- Bita Kumar Jamatia	East Malbasa	Burburia West
108	Ranjoy Jamatia S/o- Ranjan Jamatia	East Malbasa	Burburia West
109	Muraji Kishore Jamatia S/o- Sachitra Kr. Jamatia	East Malbasa	Burburia West
110	Naresh Jamatia S/o- Ram Kunja Jamatia	East Malbasa	Burburia West
111	Indra Bijoy Jamatia S/o- Laxmi Kr. Jamatia	East Malbasa	Burburia West
112	Ranjan Sing Jamatia	East Malbasa	Burburia West
113	Mangal Kr. Jamatia	East Malbasa	Burburia West

4. Name of ADC Village:- Ompinagar ADC Village

Sl.No	Patta holder details	GP/VC name	Name of Village
114	Bagiroth Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
115	Bajigan Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
116	Biddha Joy Reang S/o- Chandra Sing Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
117	Charan Debbarma	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
118	Chasati Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
119	Chinta Mani Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
120	Darja Rai Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
121	Delpal Reang D/o- Danshing Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
122	Falguni Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
123	Falguni Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
124	Gouranga Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
125	Haupaiya Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
126	Isharai Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
127	Amrita Sakhi Jamatia D/o- Shib Sankar Jamatia	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
128	Rambajoy Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
129	Arjunrai Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
130	Asil Kalai	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
131	Charan Jamatia	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
132	Chinta Mani Jamatia	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
133	Dhaliram Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
134	Dashati Reang W/o- Urahum Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
135	Deharti Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
136	Kalanka Sadhan Jamatia	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
137	Kanu Kalai	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
138	Kartik Bijoy Jamatia	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
139	Lebiram Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
140	Pabitra Rani Jamatia	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
141	Ratan Mani Kalai	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
142	Saisaroy Reang S/o- Chandra Sing Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
143	Saranbakti Jamatia D/o- Sailendra Jamatia	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
144	Shantirung Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
145	Shiba Charan Jamatia	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
146	Shibarani Reang D/o- Katharam Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
147	Terahari Jamatia	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
148	Tanda Ray Reang S/o- Oyachula Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
149	Upanjoy Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
150	Firajoy Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
151	Brajadulal Debbarma	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
152	Suragosai Jamatia	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
153	Chatur Bala Debbarma W/o- Ananta Debbarma	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
154	Bihari Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
155	Birata Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
156	Jibirai Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
157	Maniram Kalai	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
158	Milan Debbarma	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
159	Bairathi Reang S/o- Sambhu Rai Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
160	Manbahadur Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
161	Sukramani Kalai	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
162	Chikan Raj Kalai S/o- Kahamani Kalai	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
163	Shanti Debbarma	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
164	Jitendra Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
165	Joymani Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
166	Sankar Kalai	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
167	Sayoungti Reang W/o- Mangal Joy Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
168	Shiplaiha Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
169	Thanda Ray Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
170	Tarahari Jamatia S/o- Bidhya Kr. Jamatia	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony
171	Takha Roy Reang S/o- Chinta Mani Reang	Ompinagar ADC Village	Ampi Re-Grouping Colony

5. Name of ADC Village:- Ompicherra ADCV Village

Sl.No	Patta holder details	GP/VC name	Name of Village
172	Chura Ham Reang	Ompicherra ADCV Village	Salkanta Para
173	Dashi Ram Reang S/o- Darshan Reang	Ompicherra ADCV Village	Darshan Para
174	Arjun Ram Reang	Ompicherra ADCV Village	Ompicherra
175	Bhakta Joy Reang	Ompicherra ADCV Village	Satarai Para
176	Chandra Ram Reang	Ompicherra ADCV Village	Satarai Para

স্বাক্ষর অস্পৃষ্ট
ধন্যবাদান্তে
মহকুমা শাসক, অমরপুর

ICA/D/892/21

জামালপুরে নির্জন বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার রক্তাক্ত দেহ

বর্ধমান, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বর্ধমানের সেচ ক্যানেলের পাড়ের নির্জন বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার রক্তাক্ত দেহ। এই ঘটনাকে ঘিরে রবিবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার জৌগ্রামের জলেশ্বর শিব মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে জামাল পুর থানার পুলিশ।
রবিবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার জৌগ্রামের জলেশ্বর শিব মন্দির সেচ ক্যানেলের পাড়ের নির্জন বাঁশবাগানে এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। তারাই পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামালপুর থানার পুলিশ। পুলিশ মধ্য বয়স্কা মহিলার দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। মহিলাকে খুন করা হয়েছে বলেই প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। মহিলার পরিচয় জানার পাশাপাশি তাঁকে কারা খুন করেছে তার তদন্ত পুলিশ শুরু করেছে।
জৌগ্রাম জলেশ্বরতলা এলাকার বাসিন্দারা জানান, ওই মহিলা তাঁদের এলাকার বাসিন্দা নন। বহিরাগত দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে তাঁকে অন্য কোথাও নৃশংসভাবে খুন করে দেহ তাঁদের এলাকায় ফেলে দিয়ে পালিয়েছে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। শাড়ি পরা, পায়ে আলতা ও হাতে শাঁখা পলা থাকায় এটুকু বোঝা গিয়েছে মহিলা কোনও হিন্দু পরিবারের বধূ।

স্টেট ফিন্যান্স কমিশন গঠনে অস্বচ্ছতার অভিযোগ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ফের রাজ্যপালের নিশানায় রাজ্য সরকার। স্টেট ফিন্যান্স কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতার অভিযোগ করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টাগ করে টুইট করলেন জগদীপ ধনখড়।
টুইটে রাজ্যপাল লেখেন, ’২৪৩-আই এবং ২৪৩-ওয়াই ধারা অনুযায়ী, রাজ্য ফিন্যান্স কমিশনের রিপোর্ট বিধানসভায় পেশের আগে রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করতে হবে। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে রাজ্যপালের কাছে একটাও সুপারিশ করা হয়নি। এটা সাংবিধানিক ব্যবস্থার অবনতি।’ ওই টুইটে মুখ্যমন্ত্রীকেও ট্যাগ করেন জগদীপ ধনখড়।
নির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী ফিন্যান্স কমিশনের মেয়াদ ৫ বছর হয়। জগদীপ ধনখড়ের দাবি, চতুর্থ ফিন্যান্স কমিশনে এই নিয়ম মানা হয়নি। সেজন্য চেয়ারম্যান এবং কমিশনের সদস্যদের উচিত যে বেতন তাঁরা পান তা রাজ্যের কোষাগারে ফেরত দিয়ে দেওয়া উচিত এবং যে সুযোগ-সুবিধা তাঁরা ভোগ করেন, তা নেওয়া বন্ধ করা দরকার। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষের করের টাকা এভাবে নয়ছয় করা যায় না। একই সঙ্গে স্টেট ফিন্যান্স কমিশনের কাজের পদ্ধতি নিয়েও কটাক্ষ করেন জগদীপ ধনখড়। সূত্রের খবর, ২০১৩-তে শেষ ফিন্যান্স কমিশন তৈরি হয়েছিল। ২০১৬-তে তাদের রিপোর্ট জমা পরে। এরপর থেকে নতুন কোনও ফিন্যান্স কমিশন তৈরি হয়নি। ফলে সদস্যদের বেতন নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

দিলীপবাবু অনেক বিষয় নিয়ে অনেক কথাই বলে থাকেনে ঃ কটাক্ষ ফিরহাদের

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুরে উপনির্বাচন। উপনর্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই বাড়ছে বিজেপি বনাম তৃণমূল তরজা। এরই মাঝে ফের রবিবার ভবানীপুরের উপনির্বাচনের ভোট প্রচারে বেরিয়ে দিলীপবাবু অনেক বিষয় নিয়ে অনেক কথাই বলে থাকেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে একহাত কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের।
এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, প্রচারে তার সঙ্গে পাঁচজন থাকতে পারে। মানুষ ৩০ সেপ্টেম্বর ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। বিপুল মার্জিনে জয়যুক্ত হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলীপবাবু অনেক বিষয় নিয়ে অনেক কথাই বলে থাকেন। বিধানসভা ভোটের আগে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন তখন তো একই ব্যাপার ঘটেছিল। একটা সময় সবাই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করবেন। তৃণমূল দলটা ভারী হবে। বিজেপি দলটা পুরোপুরি খালি হয়ে যাবে। মমতা বান্দ্যোপাধ্যের ভবানীপুরে ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছেন। পাশাপাশি এলাকার দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর তিনি। ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটাই যথেষ্ট। সেখানে প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালকে কয়জন চেনেন? প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল কোনওদিন ভবানীপুরে মানুষের জন্য কিছু করেননি। তাই মানুষ কেন তাকে ভোট দেবে।

দিলীপবাবুকে বর্ণপরিচয় উপহার দেব, কটাক্ষ বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আর মাত্র কয়েকদিন পরেই ভবানীপুরে উপনির্বাচন। কিন্তু তারই আগে শনিবারই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তৃণমূলে যোগ দিয়েই রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন থেকে দিলীপবাবুকে বর্ণপরিচয় উপহার দেব রাজ্য বিজেপি সভাপতিকে একহাত বাবুল সুপ্রিয়র।
এই প্রসঙ্গে বাবুল সুপ্রিয় আরও বলেন, মমতা দিদি ও অভিষেককে ধন্যবাদ। খেলার সুযোগ না পেয়ে বিজেপি ছেড়েছি। তৃণমূল প্লেয়িং ইলেভেনে সুযোগ দিয়েছেন। মমতা দেশের গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী হয়ে উঠছেন। গণতন্ত্রে বিরোধীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুখ। এটা বিজেপিও মানে। তাই তাদের একাধিক বিরোধী নেতা তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।দিলীপবাবুকে বর্ণপরিচয় উপহার দেব। ওঁর বাংলা ভাষা শেখার দরকার আছে। ওঁকে বলব, বাংলা ভাষাকে কলঙ্কিত করবেন না। অনুপম হাজরার প্রশ্নের জবাব দেব না। তৃণমূল কী দেবে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। সেটাকে সম্মান করতেই হবে। দেড় মাস আগে পর্যন্ত আমি ওই দলে ছিলাম। ওই দলের হয়ে কথা বলেছি। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে ন। মমতা দেশের গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী হয়ে উঠেছেন।

ভারতে প্রবেশের সময় নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হল এক নেপালি মহিলার

খড়িবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অবৈধভাবে সীমান্ত পেড়িয়ে ভারতে প্রবেশের সময় নদীর জলে তলিয়ে মৃত্যু হল এক নেপালি মহিলার। শনিবার মধ্যরাতে অবৈধভাবে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের সময় মেচি নদী পারাপারের সময় জলে তলিয়ে যান ওই মহিলা। রবিবার তাঁর দেহ উদ্ধার হল ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম কমলা রাজবংশী(৩০)। নেপালের কাঁকরভিটা সংলগ্ন মেচিডারা এলাকার বাসিন্দা। শনিবার মধ্যরাতে চোরাচালানকারীদের তিন জনের একটি দল নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে। রাতের অন্ধকারে সীমান্তের মেচি নদী পেরিয়ে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের সময় নদীতে থাকা চোরা গর্তে পড়ে যান ওই নেপালি মহিলা। যদিও বাকিরা সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে কোনওক্রমে বেঁচে যায়। এরপর এদিন সকালে সীমান্তের ৫৫ নম্বর পিলারের কাছে তাঁর দেহ ভেসে উঠতে দেখেন স্থানীয়রা।

বিজেপি টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে সেবা ও সমর্পন অভিযান স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি পালন করা হয় রবিবার। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে সাবধান থাকুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি বিলোনীয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর।। রবিবার রাজনগর আর ডি ব্লকের দক্ষিণ রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনকোটি আটান্ন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটস বিরানব্বই টাকা ব্যয়ে বিবেকানন্দ ক্রাফট এন্ড কালচারাল সেন্টারের উদ্বোধন শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বরপাথারি সোনাপুর গার্লস স্কুল মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এরমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চারবার দক্ষিণ জেলা সফর করে ফেলেছেন। সেই সভায় উনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন এই সরকার রাজ্যের ৩৭ লক্ষ লোকের সরকার। এখানে উন্নয়নের জন্য কোনো রং দেখা হয় না। বিজেপি দল করা লোকটা যে সাহায্য পায় সরকার থেকে সেই একই সাহায্য পায় বাম সমর্থিত লোকটাও। সবকা সাথ সবকা বিকাশ হলো এই সরকারের মূল মন্ত্র। এই সরকার শুধু যারা বিজেপি করে তাদের কথা ভাবে না। সবার কথা ভাবে, আগে বিশাল অংশের লোক বঞ্চিত থেকেছে সবসময়। বেড়েছিল স্বজন পোষণ, দুর্নীতি,খুন সন্ত্রাস,প্রশাসনকে কাজ করতে দেওয়া হতো না। পার্টির অঙ্গুলি হেলনে চলতো সবকিছু। আমি বিপ্লব দেব আমায় কে চিনত যখন আমি দায়িত্ব নিয়েছি। কিন্তু ২০১৮এর ৩ রা মার্চ বিজেপি দল প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর আশীর্বাদ আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে যখন ক্ষমতায় এলো তখন ত্রিপুরার চিত্রটা অন্যরকম ছিল। এখন রাজ্যের চিত্র বদলেছে। উন্নয়নের জোয়ার বইছে আর ও হবে আপনারা আশীর্বাদ করুন শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে। কারো প্ররোচনায় পা দেবেন না।

রাজ্যে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে সাবধান থাকুন। যারা এই রাজ্যে এসে অস্থিরতার চেষ্টা করছে তাদের রাজ্যের কথা ভাবুন খুন, ধর্ষণ, রাজনৈতিক হিংসা নিত্য দিনের ঘটনা। মানুষের কোনো নিরাপত্তা নেই। হাজার হাজার মানুষ ঘর ছাড়া। হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট তীব্র ভৎসর্ণা করছে। অথচ এরা ত্রিপুরায় এসে ত্রিপুরার মাটিকে বদনাম করছে। এদের থেকে সাবধান হোন,করোনা অনেকটাই সময় নষ্ট করে দিয়েছে। তারপরও সরকার যেনোতেন চাইছে সবার উন্নয়ন। এছাড়াও রবিবারের প্রকাশ্য সমাবেশে বিরোধী দলগুলি থেকে ৬৯৮ পরিবারের ২১৩৩ জন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নবাগতদের হাতে বিজেপি দলের পতাকা তুলে দেন।

রাস্তার বেহাল অবস্থা গাবরুছড়া এডিসি ভিলেজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর।। বিলোনিয়া মহকুমার গাবুরছড়া এডিসি ভিলেজের যামিনী মজুমদার পাড়া, রতনপুর এলাকায় রাস্তা নিয়ে এলাকাবাসীর অভিযোগ। গাডওয়াল না দেওয়াতে সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তা ভেঙ্গে মানুষের ধানের জমি ক্ষয় ক্ষতির পাশাপাশি পুকুর ভরাট হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ ঠিকাদার সহ পূর্ত দপ্তর এর বিরুদ্ধে। দীর্ঘ আন্দোলনের পর রাস্তাটি করা হয়েছে। কিন্তু যামিনি মজুমদার পারা দিয়ে ফ্রিজ করার তিন থেকে চার মাসের মধ্যে রাস্তার হাল বেহাল হয়ে গিয়েছে। এ রাস্তাটি দিয়ে বিলোনিয়া থেকে শান্তিরবাজার, জোলাইবারি সহ আরও বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া যায়। যেটা একেবারে গাবুরছরা এডিসি ভিলেজের মগপারা থেকে শুরু হয়ে লাউগাং মহুরি নদী পর্যন্ত। জরুরি অবস্থায় কোন গাড়ি অথবা ফায়ার সার্ভিস বা এম্বুলেন্স এলাকায় ঢুকতে পারবে না শুধুমাত্র রাস্তার কারণে। রাস্তার দু দিকে বেশ কিছু অংশ ভেঙে গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছে। যদি গাডওয়াল এর ব্যবস্থা করে রাস্তা নির্মাণ করা হতো, তাহলে এভাবে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতো না এলাকাবাসীরা। রবিবার সকালে ওই এলাকার বাসিন্দারা মিলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন অভিযোগ করছেন ঠিকাদার বাবুরা কথা দিয়ে কথা রাখে নি। তারা রাস্তা করার সময় কথা দিয়েছিলেন তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু রাস্তা হয়ে যাওয়ার পর এখন আর তাদের দেখা পাওয়া যায় না। এলাকাবাসিরা চাইছেন আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এই রাস্তা যেন আবার নতুন করে সংস্কার করে দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গোমতী জেলা বার এ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ সেপ্টেম্বর।। রবিবার উদয়পুর গোমতী জেলা বার এ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থিত প্যানেলের বিজয়ী প্রার্থীদের এবং ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। অভিনন্দন জানান ভারতীয় জনতা পার্টি গোমতী জেলা কমিটির সভাপতি অভিষেক দেবরায় ও আর কে পুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস।

উল্লেখ্য আজকের এই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থিত প্যানেলের সভাপতি পদে শেখর দেব, সহ-সভাপতি পদে প্রণব দেব, সম্পাদক স্বপন মজুমদার, সহ-সম্পাদক রানা দত্ত, কোষাধ্যক্ষ পল্টু দাস, অডিটর পদে শ্যাম কৃষ্ণ দাস এবং সদস্য পদে আশীষ শীল, দিলীপ দে, দেবজিতা শিব, শুভজিৎ দেব এবং সঙ্গীতা দেবনাথ বিজয়ী হয়েছেন।উল্লেখ্য এবারের এই জেলা বার এসোসিয়েশন নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের বিজয়ী করতে মাননীয় মন্ত্রী ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালান।

নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন নবনির্বাচিত এই প্যানেল আইনজীবীদের এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবামূলক কাজে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে দীর্ঘ দিন বাম বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন উদয়পুরের সিনিয়র এডভোকেট যোগেন্দ্র দাস। ২০১৮ সালে সরকার পরিবর্তনের পর যোগেন্দ্র দাস পাবলিক প্রসিকিউটর ও গভর্নমেন্ট প্রসিকিউটর হিসেবে তিনি তিন বছর কাজ করেছেন। কিন্তু এই সুযোগ পাওয়ার পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে দীর্ঘ দিনের বাম বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা পালনের পর আজ সি পি এমের প্যানেলে উদয়পুর গোমতি জেলা বার এসোসিয়েশনে সভাপতি পদে পরাজিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মহলে ছি:ছি: রব উঠেছে। অপরদিকে উদয়পুর বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে বারোটি পদের মধ্যে এগারোটি পদ দখল করেছে বিজেপি প্যানেল, সি পি এমের প্যানেলে একটি পদ- সাধারন সদস্য হিসেবে জয়লাভ করেছেন রাজীব ঘোষ। অপর দিকে মোট ভোটার ছিলেন ৪৪জন। ৪৩ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। সর্বাধিক ৩৯ টি ভোট পেয়েছেন শাসক দলীয় প্যানেলের সঙ্গীতা দেবনাথ।

ধলাই জেলা ভিত্তিক জব মেলার প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। তিনদিনব্যাপী ধলাই জেলাভিত্তিক স্কিল, লোন ও জব মেলা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত কমলপুরে অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় কমলপুর মহকুমাশাসক কাযা''লয়ের কনফারেন্স হলে। সভায় পৌরহিত্য করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অনাদি সরকার, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, ধলাই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অজিত শুক্ল দাস, স্কিল ডেভেলাপমেন্ট দপ্তরের অধিকতা সঞ্জয় চক্রবর্তী,কমলপুর মহকুমাশাসক অভিজিত চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন লাইন দপ্তরের জেলা ও মহকুমা স্তরের আধিকারিকরা। এছাড়াও সংগঠিত ও অসংগ ঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ও অন্যান্যদের যেমস্ত বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে স্কিল বিষয়ক ট্রেনিং করানো হয় সেইসব সংস্থার প্রতিনিধিরা ও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় ।কমলপুর টাউনহল প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মোট ৪৫ টি স্টল থাকবে। বিভিন্ন লাইন দপ্তর সহ পাচটি ব্যাংক ও জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত সংস্থা ও দপ্তরের প্রদশ''নী স্টল থাকবে। প্রতিদিন মেলা অনুষ্ঠিত হবে ।দুপুর ১ টা থেকে রাত্রি ৮ টা পয''ন্ত। মুক্ত মঞ্চে থাকবে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, আলোচনা ও স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।সভায় মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, সরকারি চাকুরী বেকার সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হতে পারে না। তাই বেকারদের স্কিল বৃদ্ধির উপর জোড় দিয়েছে সরকার ।বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কীমে সরকার বিকল্প কম''সংস্থানের লক্ষ্যে ট্রেনিং করিয়ে,লোন দিয়ে সহায়তা করছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের ।সংকল্প প্রকল্পে আটটি জেলায় এই ধরণের স্কিল মেলা, লোন মেলা, জব মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রী বলেন জব মেলা মানে সরকারী চাকুরী নয়, জব মেলার মাধ্যমে বেসরকারী স্তরে কম''সংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া। তাই সকল স্তরের বেকারদের এবং অদক্ষ শ্রমিকদের এই মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান মন্ত্রী। এদিনের সভায় আলোচনা করেন এ ডি এম অজিত শুক্ল দাস, স্কিল ডেভেলাপমেন্ট দপ্তরের অধিকতাসঞ্জয় চক্রবর্তী ও বিভিন্ন লাইন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভার শেষে মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব এক প্রেস মিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্প সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি বদ্ধপরিকর ।কমলপুরে প্রচুর লেবু, আনারস, রাবার উৎপাদিত হয়। বিশেষ করে কমলপুরের লেবুকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা ও তার বাজারজাতকরণে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন মন্ত্রী।

ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রয়াত নেতা শ্যামল রায়ের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রয়াত রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রায়ের স্মরণ সভা রবিবার মুক্তধারা এ অনুষ্ঠিত হয়। এদিন স্মরণসভায় মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিরোধী দলের নেতা মানিক সরকার। তিনি বলেন, শ্যামল রায় ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতির সাথে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে যুক্ত। তিনি সবসময়ই শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা চেয়েছেন। শ্যামল রায় পরবর্তী সময় দেখা গিয়েছে যত দিন যাচ্ছে ততই বামপন্থী আন্দোলনকে সংগতি করতে চায়। তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। অত্যন্ত সহজ সরল সততা সাথে জীবন কাটিয়েছেন শ্যামল রায়। তাঁর আত্মজীবনী থেকে বামপন্থীদের শিক্ষা নিতে হবে। তাহলে সমাজ শোষণমুক্ত এবং ফ্যাসিস্টের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

জরিমানা

● **প্রথম পাতার পর**

জেল ও দুই হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের জেল ঘোষণা।

জয়নগরে

● **প্রথম পাতার পর**

টাকা এবং প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণালঙ্কার সহ অন্যান্য জিনিস সামগ্রী নিয়ে যায় বলে জানায় পুলিশ। রবিবার দুপুরে বাড়ি ফিরে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খবর দেয় বড়তলা ফাঁড়ির পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে চুরির মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় এলাকায় দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য।

চাকমঘাটে স্কুলের ভূমিপুজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নয়নের জন্য প্রায় ১০ কানি জায়গা জুড়ে গড়ে উঠতে চলেছে শুভরাই বিদ্যামন্দির নামে একটি মিশন স্কুল। রাজ্যের রাজধানীতেও শুভরাই মিশনের একটি স্কুল রয়েছে। আর চাকমাঘাটের অনতি দূরে আরো একটি এমন স্কুল গড়ে উঠবে। এর জন্য ভূমিপূজা ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান হয়। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, এতে করে রাজ্যের শিক্ষা ব্যাবস্থায় প্রসার ঘটবে।

আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

অর্পিত

● **প্রথম পাতার পর**

তরফ থেকে বলা হয়েছে দলের আগামী রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত জীতেন চৌধুরীকে রাজ্য সম্পাদক পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সিপিএমের তরফ থেকে রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত জীতেন চৌধুরী সম্পাদক পদে থাকবেন বলা হলেও রাজনৈতিক সূত্রে খবর জীতেন চৌধুরীই সিপিএম রাজ্য সম্পাদক পদে থাকবেন সম্মেলনের পরেও। অন্যদিকে, সিপিএম রবিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আজ সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির একটি সংক্ষিপ্ত সভা অন-লাইনে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে প্রয়াত রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ, দুইজন বিশিষ্ট আইনজীবি অভিজিৎ ঘোষ ও নারায়ণ নাহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় পার্টির রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশের প্রয়াণের পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন রাজ্য সম্মেলন পর্যন্ত রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড জীতেন্দ্র চৌধুরীকে নির্বাচিত করা হয়। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার আহ্বানে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বন্ধকে রাজ্য কমিটি সমর্থন জানাচ্ছে। রাজ্যে এই ধর্মঘট সফল করার লক্ষ্যে বামফ্রন্টের আহ্বানে আগামী ২১ শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য কমিটি এই গণকনভেনশন সফল করার আহ্বান জানাচ্ছে। ১৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে চলতি ব্লক ভিত্তিক ডেপুটেশন কর্মসূচী অব্যাহত রাখার জন্য রাজ্য কমিটি আহ্বান জানিয়েছে।

পৃথক

● **প্রথম পাতার পর**

কয়েক জনকে জখম করে অবশেষে গাছে আটকে গিয়ে গাড়ি থামলো। ঘটনার বিবরণে জানা যায় টি আর ০২ এ ০৮০৬ নম্বরের একটি জিপসি গাড়ি নির্ধারিত রয়েছে উত্তর জেলার কৃষি দপ্তরের উপ অধিকর্তা জন্য। বিশ্বকর্মা পূজার দিন তার গাড়ি অফিসে অলোক দত্ত এবং অসীম কুমার ধর নিয়ে যায়। উপ অধিকর্তার অবর্তমানে তার গাড়ির চাবি অন্যরা কেমন করে নিয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আনুমানিক বিকাল ৫ টার দিকে অলোক দত্ত এবং অসীম কুমার ধর পানিসাগর থেকে আসার সময় কৃষ্ণপুরের শিপ্রা নাথের বাড়ির সামনে একটি ই রিক্সাকে ধাক্কা দেয়, এতে মহিলা সহ কয়েকজন আহত হয় ।তারপর জিপসি গাড়িটি গিয়ে একটি গাছে ধাক্কা দিয়ে থামে।

উত্তপ্ত এলাকাবাসীরা দুই বেসামাল কৃষি বিভাগের কর্মীকে উত্তম-মধ্যম দেয়। ধর্মনগর থানার পুলিশ এবং অগ্নিনির্বাপক বাহিনী গিয়ে ২ গুণধর এবং গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। দুই গুণধরকে জেলা হাসপাতাল পাঠিয়ে, একজনকে সেদিন এবং অপরজনকে পরদিন অর্থাৎ শনিবারে ছেড়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য ধর্মনগর থানা কোন ধরনের মামলা গ্রহণ করেনি এ ব্যাপারে। জিপসি গাড়িটি এখনো ধর্মনগর থানায় রয়েছে। কথায় বলে চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই। দুই মতামত বেপরোয়া সাহায্যার্থে ধর্মনগর থানার পুলিশ। আর উপ অধিকর্তা সরকারি সম্পদ অপব্যবহারে সিদ্ধহস্ত বুঝা গেল।

দ্বারস্থ

● **প্রথম পাতার পর**

সহ মাতব্বরদের নিয়ে সালিশি সভা অনুষ্ঠিত হয়। নীট ফল শূন্য। স্ত্রী নমিতা ও জ্যাঠালি রীতা সুভাষ পোদ্দারকে বাড়ি থেকে তিন মাস আগে বাড়ি থেকে বের করে দেন। সুভাষ বাড়ির যায়গা স্ত্রী নমিতার নামে লিখে দেওয়ার পর থেকেই স্বামীর প্রতি নির্যাতনের মাত্রাতিরিক্তি বেড়ে যায় ।এ বিষয়ে সুভাষ পোদ্দার আর কে পুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ।পুলিশ বিশ্বকর্মা পুজোর অজুহাতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেননি।

আজ সকালে স্ত্রী নমিতা আবার দা দিয়ে সুভাষ পোদ্দারকে প্রাণে মারার হুমকি দিলে ,সুভাষ পুনরায় আর কে পুর থানায় অভিযোগ করেন। আর কে পুর থানার পুলিশ সুভাষ পোদ্দারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলে সুভাষ পোদ্দারের প্রাণ সংশয় হতে পারে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন সুভাষ পোদ্দার। এখন দেখার আর কে পুর থানার পুলিশ কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন সুভাষ পোদ্দারকে তার স্ত্রী ও জ্যাঠালির হাত থেকে বাঁচাতে। এই বিষয়ে উদয়পুর মহকুমা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ১নং ফুলকুমারী ব্রহ্ম ছড়া রোড এলাকায় ছি: ছি: রব উঠেছে।

পাঞ্জাবের

● **প্রথম পাতার পর**

চরণজিৎ। যিনি দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ইতিমধ্যে রাজভবনেও পৌঁছে গিয়েছেন।

এমনিতে চরণজিৎ দীর্ঘদিনের রাজনীতিবিদ। তিনবার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। অতীতে পঞ্জাব বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিংয়ের মন্ত্রিসভায় কারিগরি দফতরের দায়িত্বে ছিলেন চামকুর সাহিবের বিধায়ক। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, চরণজিতের ভাবমূর্তিও স্বচ্ছ। যা কংগ্রেসের স্বস্তি বাড়াবে।

দুপুরের দিকে বিধায়ক প্রীতম কোটভাই দাবি করেছিলেন, সর্বসম্মতভাবে সুখজিন্দর সিং রানধাওয়াকে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। তিনিই হতে চলেছেন পঞ্জাবের নয়া মুখ্যমন্ত্রী। তবে সেই সময় আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের তরফে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। খবর প্রচারিত হতে থাকে, পঞ্জাবের বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকের পর সর্বভারতীয় কংগ্রেসের তরফে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুখজিন্দরের নামের সুপারিশ করা হয়েছে। তা নিয়ে বৈঠক করছেন রাহুল গান্ধী ও অম্বিকা সোনি। তারইমধ্যে কয়েকটি মহল থেকে দাবি করা হয়, রাজ্যপালের সঙ্গেও দেখা করতে যাচ্ছেন সুখজিন্দর। শেষমুহূর্তে অবশ্য পাশা পুরোপুরি পালটে যায়। শনিবার ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের পদত্যাগের পর যে নাটক শুরু হয়েছিল, তাতে ইতি টেনে কংগ্রেসের তরফে পঞ্জাবের নয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চরণজিৎ সিং চান্নির নাম ঘোষণা করা হয়।

বাজেয়াপ্ত

● **প্রথম পাতার পর**

নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে দশ চাকার লরি থেকে তেইশ প্যাকেটে মোট দুইশো ঊনোপঞ্চাশ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য প্রায় চব্বিশ লক্ষাধিক টাকা ।সাথে আটক করা হয় লরি ও লরি চালককে।ওসি আরো জানান, উদ্ধারকৃত গাঁজা গুলি কেবিনের পেছনে গুপন শুরুং এর ভেতরে করে নিয়ে যাচ্ছিল ।এই গাঁজা গুলি আগরতলা থেকে বহিঃ রাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল বলে চালক পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে।ওসি শ্রী চাকমা আরো বলেন,পানিসাগর থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। আগামীকাল ধৃত চালককে ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করবে পানিসাগর থানার পুলিশ।

দেশে

● **প্রথম পাতার পর**

স্বস্তি মিলেছে করোনার অ্যাকটিভ কেসে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিতসাধীন রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ১৫৮ জন। যা আগের দিনের থেকে প্রায় হাজার নয়েক কম। শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে দেশের অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা মোট আক্রান্তের এক শতাংশেরও কম।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে টিকাকরণে রেকর্ড গড়েছে দেশ। একদিনেই দেশে টিকা পেয়েছেন আড়াই কোটি মানুষ। যার সুফল এবার দেখা যাচ্ছে দৈনিক করোনা পরিসংখ্যানে।তবে করোনার তৃতীয় ঢেউ মানুষকে আতঙ্কের দিকে খানিকটা ঠেলে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে অজানায় জ্বরে মৃত্যু হচ্ছে শিশুদের। মনে করা হচ্ছে তৃতীয় ঢেউ কিন্তু প্রবেশ করেছে।এরমধ্যেই কিছুটা আবার স্বস্তির খবর শোনা যাচ্ছে।

চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর**

সঙ্গীতা গোয়ালা। ঘটনাস্থলে যায় বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় জিবিপি হাসপাতালে। তবে মৃত্যুর পেছনে পারিবারিক কলহই দায়ী নাকি অন্য কোন রহস্য রয়েছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

আজ শুরু আইপিএলের দ্বিতীয় পর্ব

ব্লকবাস্টার চেন্নাই-মুম্বই ম্যাচ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা অনুর্দ ১৬-র

শারজা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ রবিবার শুরু হচ্ছে আইপিএলের দ্বিতীয় পর্ব। ধোনির সিএসকে আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বের শুরুর ম্যাচেই মুখোমুখি হচ্ছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হচ্ছে ভারতীয় সময় অনুযায়ী সন্ধ্যে ৭টায়। তবে করোনা কারণে আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচগুলোতে স্টেডিয়ামে অনুর্দ ১৬-দের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা করা হয়েছে। আইপিএলের প্রথম পর্বে চেন্নাই দারুন ফর্মে ছিল। সেই ফর্মই ধোনিরা আমিরশাহিতেও ধরে রাখতে মরিয়া। সাত ম্যাচে পাঁচ জয় নিয়ে সিএসকে আপাতত পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে। লিগ তালিকায় শীর্ষে দিল্লি ক্যাপিটালস। অন্যদিকে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ভারতীয় পর্বে সেভাবে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি। সাত ম্যাচের তিনটিতেই হেরে বসেছেন রোহিত শর্মারা। শেষবার যখন মুম্বই চেন্নাইয়ের মুখোমুখি হয়েছিল, সেই সময় রোহিত শর্মারা চার উইকেটে হারিয়ে দেয় সিএসকেকে।

সিএসকে সম্ভাব্য একাদশ: রুতুরাজ গায়কোয়াড, রবিন উথাপ্পা, মঈন আলি, সুরেশ রায়না, আম্বাতি রায়ডু, এমএস ধোনি, রবীন্দ্র জাদেজা, জস হ্যাজেলউড, শার্দূল ঠাকুর, লুঙ্গি এনগিডি, দীপক চাহার

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সম্ভাব্য একাদশ: রোহিত শর্মা, কুইন্টন ডি কক, সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষান, কায়রণ পোলার্ড, হার্দিক পান্ডিয়া, ক্রুনাল পান্ডিয়া, নাথান কুইল্টার নাইল, রাহুল চাহার, জসপ্রীত বুমরা, ট্রেন্ট বোল্ট।

যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বক্তব্য রাখেন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি ঃ নিজস্ব।

আজকের দিনেই স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ছয় ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন যুবরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে ২০০৭ সালে এই দিনেই ইতিহাস লিখেছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং। প্রথমবার আয়োজিত হওয়া টি-২০ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত। সেই ম্যাচেই স্টুয়ার্ট ব্রডের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন বাম হাতি ভারতীয় ব্যাটসম্যান।

ভারতীয় ইনিংসের ১৯তম ওভারটিতে বল করতে এসেছিলেন ইংল্যান্ড পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড। তার আগের ওভারেই প্রতিপক্ষ দলের অলরাউন্ডার অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় যুবরাজের। সেই রাগ আছড়ে পড়ে স্টুয়ার্ট ব্রডের উপরেই। তার ওভারের সবকটি বলেই পেল্লায় ছয় হাঁকিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যান। মাত্র ১২ বলে অর্ধশতরান করে টি-২০ রেকর্ড গড়েছিলেন যুবরাজ। আজও অক্ষত সেই রেকর্ড। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচটিতে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারতীয় অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। রবীন উথাপ্পার উইকেট পড়তে ক্রিজে আসেন যুবরাজ সিং। তার পর ধ্বংসলীলা। যার দৌলতে ২১৮ রানের পাহাড় খাড়া করে ভারত। ইংল্যান্ড লড়াই করলেও ১৮ রানে জয় পায় ভারতীয় দল। ২০০৭ সালের প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়েছিল তরুণ অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির ম্যান ইন ব্লু। শুধু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই নয়, সেই বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন ব্যাটসম্যান অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং।

২০১১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন যুবরাজ সিং। ৩৬২ রানের পাশাপাশি ১৫টি উইকেট পেয়েছিলেন তিনি। একটি বিশ্বকাপেই চারটি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সহ বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন যুবি। ২০১৯ সালে সবধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন ভারতীয় দলকে দুটি বিশ্বকাপ জেতানো এই ম্যাচ উইনার।

দুস্থদের ভ্যাকসিন দিতে নিলামে উঠবে বিরাটদের নীল জার্সি

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রবিবারই সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে শুরু হচ্ছে আইপিএলের দ্বিতীয় পর্ব। আগামীকাল সোমবার ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করবেন বিরাট কোহলিরা। তবে মাঠে নামবেন চিরাচরিত লাল জার্সি নয়, বরং নীল জার্সি পরে। কোভিডযোদ্ধাদের সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছিল আরসিবি। তবে শুধু জার্সি পরাই নয়, সেটি নিলামেও তোলা হবে। এমনটাই জানিয়েছে খোদ আরিসিবি অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

জানা গিয়েছে, আবুধাবিতে ২০ সেপ্টেম্বর যে জার্সিটি পরে বিরাটরা নাইটদের বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন, সেটির মাধ্যমে আসলে কোভিডযোদ্ধাদের সম্মান জানাবেন তাঁরা। এখানেই শেষ নয়, ওই নীল জার্সি নিলামেও তোলা হবে। তা থেকে যে টাকা উঠবে তা খরচ করা হবে দরিদ্র মানুষদের বিনামূল্যে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য। এই প্রসঙ্গে বিরাট বলেছেন, ''আমরা একটু আলাদা ধরনের নীল রংয়ের জার্সি পরব। এর মাধ্যমে একটি বিশেষ বার্তা যেমন দেওয়া হবে, তেমনই আরসিবির জন্য এটি একটি মাইলস্টোনও হতে চলেছে।'' তবে প্রত্যেকবারের মতো এবার আর ''গো গ্রিন'' কর্মসূচি নয়, তার বদলে এই নীল জার্সি পরেই মাঠে নামবেন কোহলিরা।

গত দেড় বছরের কঠিন সময়ে চিকিতসক-স্বাস্থ্যকর্মীরাই সামনের সারিতে থেকে মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন। ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা পিপিই কিট পরেই শুশ্রূষা করেছেন রোগীদের। আর তাঁদের সম্মান জানাতেই এবার অভিনব উদ্যোগ আরসিবির।

প্রয়াত ইংল্যান্ডের ১৯৬৬-র বিশ্বকাপজয়ী দলের ফুটবলার জিমি গ্রিভস

লন্ডন, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রয়াত হলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবলার জিমি গ্রিভস। রবিবার টুইটারে তাঁর প্রয়াণের খবর জানিয়েছে টটেনহ্যাম হটস্পার। ৮১ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন গ্রিভস। তাঁর মৃত্যুর খবরে শোকের আবহ ইংল্যান্ডের ফুটবলে।দেশের সোনার প্রজন্মের সদস্য ছিলেন গ্রিভস। ইংল্যান্ডের ১৯৬৬ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি। দেশের হয়ে ৫৭টি ম্যাচে ৪৪টি গোল করেছেন। পাশাপাশি ক্লাব পর্যায়ে টটেনহ্যাম এবং চেলসিতে চুটিয়ে খেলেছেন। এখনও পর্যন্ত টটেনহ্যামের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। ৩৭৯টি ম্যাচে ২৬৬ গোল করেছেন তাদের হয়ে। এর মধ্যে ১৯৬২-৬৩ মরসুমে ৩৭টি গোল করেন, যা ক্লাবের অন্য কোনও ফুটবলার এখনও পর্যন্ত করে দেখাতে পারেননি। টটেনহ্যামের হয়ে এক মরসুমে সেটিই কোনও ফুটবলারের সর্বোচ্চ গোল। রবিবার তাঁর মৃত্যুর খবর জানিয়ে টটেনহ্যাম লিখেছে, ''জিমি গ্রিভসের প্রয়াণের খবরে আমরা প্রত্যেকে ব্যথিত। তিনি শুধু টটেনহ্যামের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতাই ছিলেন না, দেশের অন্যতম সেরা গোলদাতা ছিলেন। রবিবার সকালে ৮১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।''

আজ পিএসজির ঘরের মাঠে অভিষেক মেসির

প্যারিস, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ফুটবল বিশ্বকে চমকে দিয়ে প্যারিস সা জারমাঁয় এসেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা মেসি। বার্সেলোনা ছাড়া অন্য ক্লাবের জার্সি পরে তাকে মাঠে নামতে দেখলেই চোখ কচলাচ্ছেন ফুটবল অনুরাগীরা। নতুন ক্লাবের হয়ে দুটো ম্যাচ খেলা হয়ে গেলেও মেসির পা থেকে গোল আসেনি। আজ রবিবার পার্ক দেস প্রিন্স অর্থাত পিএসজির ঘরের মাঠে প্রথম বার নামবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে নেইমার-মেসি-এমবাপে ত্রিফলা নামিয়েও বেলজিয়ান ক্লাব ব্রগের কাছে আটকে গিয়েছে প্যারিস সা জরমাঁ। নতুন ক্লাবের হয়ে মেসির প্রথম গোলটি আসতে পারত ওইদিনই। আর্জেন্টাইন মহাতারকার শট ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হওয়ায় শূণ্য হাতেই ফিরতে হয়েছে তাকে। আজ লিঁও''র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে গোল করে খাতা খুলতে চাইবেন মেসি।ম্যাচের আগে আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন পিএসজি কোচ মৌরিসিও পচেত্তিনো। মেসিদের কোচ জানান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পেয়েছেন এমবাপে। বাকি দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেও লিঁওর বিরুদ্ধে ফ্রেঞ্চ স্ট্রাইকার মাঠে নামতে পারবেন কিনা বিবেচনা করে দেখবে পিএসজি।

পাকিস্তান ছেড়ে দুবাই গেলেন কিউইরা

ইসলামাবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রবিবার দুবাই পৌঁছে গেলেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। সেখানে নিভৃতবাসে থাকবেন তাঁরা। এদিন ইসলামাবাদ থেকে চার্টার্ড বিমানে দুবাই যান ক্রিকেটাররা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ না খেলার যথেষ্ট কারণ ছিল বলেই মনে করছে নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারদের সংগঠন (এনজেডসিপিএ)। সংস্থার কার্যনির্বাহী প্রধান হেথ মিলস বলেন, ''যে কোনও সফরে যাওয়ার আগে আমরা সুরক্ষা ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখি। এই বিষয়টার দিকে সব সময় আমাদের বিশেষ ভাবে নজর থাকে। সেই ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখার পর আমরা দলের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলি। কোনও সন্দেহ নেই যে প্রত্যেকের কাছে মনে হয়েছে এই সফরের মাঝে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এরকম শোনার পর ক্রিকেটারদের ফিরিয়ে আনা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না'' ইতিমধ্যেই দুবাই পৌঁছে গিয়েছে ৩৪ জনের নিউজিল্যান্ড দল। সেখানে ২৪ ঘণ্টার জন্য নিভৃতবাসে থাকবে তারা। দলের জন আগামী সপ্তাহের মধ্যেই নিউজিল্যান্ডে ফিরে যাবেন। এই সিরিজ পরে হবে বা আদৌ হবে কি না সেই বিষয়ে এখনও কোনও কিছুই জানানো হয়নি দুই বোর্ডের পক্ষ থেকে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

চলে গেলেন প্রথিতযশা আইনজীবী

প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আম্পায়ার নিলয় দত্ত

গুয়াহাটি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আচমকা জীবনাবসান ঘটেছে অসমের প্রথিতযশা আইনজীবী, অরুণাচল প্রদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেল, অসম ক্রিকেট সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি, সাবেক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আম্পায়ার নিলয়ানন্দ দত্ত, সকলের নিলয়দা। কর্ণাটকের কুর্গে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শনিবার রাত ২:৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন নিলয় দত্ত। মৃত্যুর সময় পত্নী এবং মেয়ে তাঁর কাছে ছিলেন। ৭১ বছরের নিলয় দত্তের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন অসম এবং অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে হিমন্তবিশ্ব শর্মা ও পেমা খান্ডু, রাজ্যের উকিলকুল, অসম ক্রিকেট সংস্থা সহ প্রতিষ্ঠান এবং বহু জন।

তাঁর ৪৬-তম বিবাহ এবং ৫২-তম প্রেম-বার্ষিকী উদযাপন করতে পত্নী, মেয়ে এবং কয়েকজন ঘনিষ্ঠকে নিয়ে সম্প্রতি কর্ণাটকের কুর্গে গিয়েছিলেন দত্ত। শুক্রবার রাতে ধুমধামে প্রেম ও বিবাহবার্ষিকী পালন করেছেন তিনি। পরে টুইটারে তাঁর স্ত্রী এবং প্রিয়জনদের সাথে বিবাহ বার্ষিকী উদযাপনের বেশ কয়েকটি ছবিও শেয়ার করেন। টুইটার হ্যান্ডেলে কয়েকটি ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, '৪৬-তম বিবাহ বার্ষিকীতে ৫২ বছরের ভালোবাসার কথা স্মরণ করছি। মুনমুন এবং ব্রজেন্দ্র কটকি এবং অবশ্যই আমার রাজকুমারী অবন্তীর উপস্থিতিতে আজকের বিশেষ দিন উদযাপন করেছি।'

জানা গেছে, শনিবার বিকেলের দিকে বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু রাত আড়াইটা নাগাদ তিনি মৃত্যুবরণ করছেন বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত ডাক্তাররা। প্রয়াত বিশিষ্ট আইনজীবী নিলয় দত্ত স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন। প্রয়াতের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, নিলয় দত্তের মরদেহ তাঁর নিজের শহর গুয়াহাটিতে নিয়ে আসা হবে না। বেঙ্গালুরুতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে তাঁর।

নিলয়ানন্দ দত্তের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকগ্রস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'অসম একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিশিষ্ট আইনজীবীকে হারিয়েছে। তিনি ক্রীড়া প্রশাসন সহ অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে একটি বিশাল শূন্যতা সৃষ্ট হয়েছে, যা পূরণ করা কঠিন। প্রয়াত নিলয় দত্তের পরিবার এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।'

অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'অরুণাচলের অ্যাডভোকেট জেনারেল নিলয়ানন্দ দত্তের মৃত্যুজনিত এক দুঃসংবাদে আমি অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েছি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা উত্তরপূর্বের এক কিংবদন্তী আইনজীবীকে হারালাম। প্রয়াতের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাই। প্রয়াত নিলয়জির আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।'

এদিকে অসমের অ্যাডভোকেট জেনারেল দেবজিৎ শইকিয়াও প্রথিতযশা আইনজীবির প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। দেবজিৎ শইকিয়া তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং এক দু-সংবাদে আমি মর্মাহত। বর্তমান যুগের অন্যতম সেরা আইনজীবী, অরুণাচল প্রদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেল, আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আম্পায়ার নিলয়ানন্দ দত্ত, সকলের নিলয়দা, আচমকা আজ ভোররাতে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা আইন এবং ক্রীড়া জগতের একজন অগ্রণী পথপ্রদর্শক হারিয়েছি। যাঁর কাছ থেকে আইনি অনুশীলনের সূক্ষ্মতা এবং মৌলিক বিষয়গুলি শিখেছি, সেই রকস্টার এবং মেন্টরকে আমার কুর্ণিশ। একটি ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বের নাটকীয় প্রস্থান আমাদের অশ্রু ঝরিয়ে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত দিয়েছে। মহৎ আত্মা চিরশান্তিতে থাকুক ... গুড-বাই নিলয়দা।'

বিজেপি কিষাণ মোর্চার সদর জেলা কমিটির তরফ থেকে কৃষকদের সমবর্ধনা দেয়া হয় রবিবার। ছবি নিজস্ব।

৪.৪ প্রাবল্যের ভূমিকম্প অরুণাচল প্রদেশে

ইটানগর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মৃদু ভূমিকম্পের ধাক্কা লেগেছে অরুণাচাল প্রদেশের লোহিত জেলা সদর এবং সংলগ্ন অঞ্চলে। আজ রবিবার বেলা ৩:০৬ মিনিট ৪১ সেকেন্ডে সংঘটিত ভূমিকম্পের তীব্রতা রিখটার স্ক্যালে ৪.৪ ধরা পড়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত সংঘটিত ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উৎসস্থল লোহিত জেলার ভূগর্ভের ৪৮ কিলোমিটার গভীরে ২৮.১৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৬.১০ দ্রাঘিমাংশে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অনুরূপ মৃদু ভূমিকম্পের ধাক্কায় সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকবার কেঁপে উঠেছিল পূর্বোত্তর ভারতের অরুণাচল প্রদেশ। গত প্রায় বছর খানেকের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ক্রমাগত ভূমিকম্প হচ্ছে। অসমের শোণিতপুর জেলা এবং অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুরে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয়েছে। ২০১৯-এর ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ১২৭ বার ভূমিকম্প হয়েছে।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর মণিপুরের মইরাঙেও ৪.৩ প্রাবল্যের ভূমিকম্পের ঝটকা লেগেছে। সেদিন সকাল ১০:১৯ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মইরাঙের দক্ষিণ-পূর্বে ভূগর্ভের ৮২ কিলোমিটার গভীরে ২৩.৮৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.২৩ দ্রাঘিমাংশে।

অসমে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা হত পুলিশকর্মী, গুরুতর ঘায়েল তিন জওয়ান

ধুবড়ি (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক পুলিশকর্মীর অকুস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। একই দুর্ঘটনায় অপর তিনজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনাটি শনিবার শেষরাতের দিকে কোকরাঝাড় জেলার বাগরিবাড়ি থানার অন্তর্গত ধুবড়ি জেলার সীমান্তঘেঁষা সাতগুড়ি এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শনিবার রাতে কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত পর্বতঝোড়া মহকুমার এসডিপিও ঋতুরাজ দলে সরকারি গাড়ি সহ নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে (এসকোর্ট) এএস ১৬ ই ০১৯৩ নম্বরের মাহেন্দ্র বলেরো নিয়ে টহলে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রাতের দিকে ধুবড়ি সীমান্তঘেঁষা সাতগুড়ি এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পুলিশের এসকর্ট গাড়ির সঙ্গে ব্রয়লার মুরগি বহনকারী ডব্লিউবি ৬৩ এ ৯৯১২ নম্বরের একটি বলেরো পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ ঘটে। ব্রয়লার মুরগি বোঝাই বলেরোটি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এসকোর্টটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুরগিবাহী পিকআপ ভ্যানে গিয়ে সজোরে ধাক্কার মারে। রাতে তখন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। তাই ধারণা করা হচ্ছে, বৃষ্টির দরুন কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে পুলিশের এসকর্ট গাড়ির চালক বিজু বর্মণ (২৬) ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং আরও তিনজন আসাম পুলিশ ব্যাটালিয়নের জওয়ান গৌরাঙ্গ ঘোষ, বিকাশ বরা এবং হাসান তানিউজ্জামান গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে এসডিপিও ঋতুরাজ দলে ঘুরে অকুস্থলে গিয়ে তড়িঘড়ি চালক বিজু বর্মণ সহ গৌরাঙ্গ ঘোষ, বিকাশ বরা এবং হাসান তানিউজ্জামানকে আপৎকালীন চিকিৎসার জন্য ধুবড়ি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিজু বর্মণকে মৃত বলে ঘোষণা করে আহত তিনজনকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

এদিকে ব্রয়লার মুরগিবাহী গাড়ির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানান এসডিপিও ঋতুরাজ দলে।

সীমান্তে উদ্ধার কুড়িটি গরু ও দুটি মহিষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি,, ১৯ সেপ্টেম্বর।। বাংলাদেশে গরু পাচারের সময় ভারত বাংলাদেশ সিমান্ত প্রহরী বি এস এফ শনিবার গভীর রাতে বিশটি গরু এবং দুইটি মহিষ আটক করে।পাচারকারীরা বি এস এফ এর উপস্তিতি টের পেয়ে রাতের অধারের সুযোগে পালিয়ে যায়। রবিবার বি এস এফ আটক গরু গুলি ধর্মনগর থানার হাতে তুলে দেয়।

ধর্মনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে ধর্মনগর মহকুমার বৈঠাং বাড়ি এলাকার ভারত বাংলাদেশ সিমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত ছিল ১৩৯ নং ব্যাটেলিয়ানের জোয়ানরা। আন্যান্য দিনের মতই এদিনও রাত্রে বি এস এফ জোয়ানরা সিমান্ত প্রহরা দেবার সময় দেখে পাচারকারীরা ভারত থেকে বাংলাদেশে গরু পাচার করছে। এই সময় কর্তব্যরত বি এস এফ জোয়ানরা পাচারকারীদের ধাওয়া করলে পাচারকারীরা গরু ফেলে রাতের আধারের সুযোগে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বি এস এফ জোয়ানরা ঘটনা স্থল থেকে বিশটি গরু এবং দুইটি মহিষ আটক করে। রবিবার সকালে বি এস এফ এর পক্ষ থেকে গরু মহিষ গুলি ধর্মনগর থানার হাতে তুলে দেয়।

একদিনের জেলাশাসক হয়ে ইচ্ছাপূরণ ১১ বছরের মেয়ের

আমেদাবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বয়স মাত্র ১১ বছর। মারণ রোগ বাসা বেঁধেছে মস্তিষ্কে। ছোট্ট ফ্লোরা আসোদিয়ার প্রাণশক্তি কতদিন থাকবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি ডাক্তাররাও। এদিকে মেয়ের সরকারি উচ্চপদে চাকরি করার খুব শখ। বড় হয়ে জেলাশাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। পড়াশোনাতেও তুখোড়। ছোট্ট মেয়েটির স্বপ্নপূরণে এগিয়ে এসেছেন আহমেদাবাদের জেলাশাসক সন্দীপ স্যাঙ্গেল নিজেই। একদিনের জন্য নিদের চেয়ার ছেড়ে দিয়েছেন ছোট্ট ফ্লোরার জন্য। আহমেদাবাদের জেলাশাসক সন্দীপ স্যাঙ্গেল জানিয়েছেন, খবর এসেছিল মেধাবী একটি মেয়ে জেলাশাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। মাত্র ১১ বছরের একটি মেয়ে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত। গত মাসেই অস্ত্রোপচার হয়েছে। মেয়েটির ইচ্ছাপূরণে তাই সকলেই একমত হয়। একদিনের জন্য নিজের স্বপ্নে বাঁচতে দেওয়ার সুযোগটুকু দিতে অসুবিধা কোথায়।

গান্ধীনগরের বাসিন্দা ফ্লোরা আসোদিয়া গত সাত মাস ধরে ব্রেন টিউমারে ভুগছে। মেয়েটির পরিবার জানিয়েছে, স্কুলে বরাবরই প্রথম সারিতে থাকে ফ্লোরা। পড়াশোনায় খুব ভাল। এখন থেকেই নিজের লক্ষ্য বেছে রেখেছে। ফ্লোরাকে সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিতসকরা। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ফ্লোরার জন্মদিন। তার আগে এটাই ওর সবচেয়ে বড় উপহার। অভিনব উদ্যোগ শুধু নয়, মানবিকতার নিদর্শনও বটে। জেলাশাসক সন্দীপ স্যাঙ্গেল বলেছেন, ফ্লোরার বাবা-মা অনুরোধ করেন যদি এই উপহার তাকে দেওয়া যায়। একদিনের জন্য জেলাশাসকরে চেয়ারে বসার ইচ্ছাপূরণ হয় তার। সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যান সকলে। অস্ত্রোপচারের পরে বাচ্চা মেয়েটির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল নেই। ডাক্তাররা নিশ্চিত করে কিছু জানাতেও পারেননি। তবে সকলেই প্রার্থনা করছেন ছোট্ট ফ্লোরার জন্য। এখন শুধু আহমেদাবাদা নয়, গোটা দেশ চাইছে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে পড়াশোনা শেষ করে জেলাশাসক হয়েই ফিরে আসুক ফ্লোরা।

ডিব্রুগড়ের রাজপথে উদ্ধার মর্টারের খালি শেল

ডিব্রুগড় (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রকাশ্য রাজপথে মর্টারের একট খালি শেল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে উজান অসমের ডিব্রুগড়ে।

ডিব্রুগড়ের ডিএসপি বিপুল চেতিয়া এ সম্পর্কে জানিয়েছেন, আজ রবিবার সকালে ডিব্রুগড় জেলা সদরের উপকণ্ঠ বকপাড়া চারিআলির কাছে জাতীয় সড়কের ওপর ব্যবহৃত একটি মর্টারের খালি শেল তাঁরা উদ্ধার করেছেন। তিনি বলেন, আজ সকালে প্রাতঃভ্রমণকারী স্থানীয় জনৈক বাসিন্দা রাস্তার ওপর মর্টারের খোলসটি দেখে থানায় খবর দেন।

খবর পেয়ে পুলিশের দল গিয়ে খোলটিকে তুলে মানকটার উন্মুক্ত স্থানে রেখেছে। পুলিশের বোমস্কোয়াড গিয়ে মর্টারের খালি শেলের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। ডিএসপি চেতিয়া বলেন, মর্টারের খালি শেলটি বেশ কিছুদিন আগে ব্যবহৃত হয়েছিল। এতে মরচে পড়ে গেছে। তবে শেলটি কোথা থেকে কে এনে জাতীয় সড়কে ফেলেছে তা তদন্তের বিষয়। প্রাথমিক তদন্তে তাঁদের ধারণা, উদ্ধারকৃত মর্টারের খালি শেলটি আলফা (স্বাধীন) নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। এর পর কেউ হয়ত এই খালি শেলটি নিজের বাড়িতে রাখে।

বাবুলকে “বিশ্বাসঘাতক” বললেন তথাগত, উলটে ভাষা শিক্ষার পাঠ দিলেন প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : শনিবার শুধু বঙ্গ রাজনীতিই নয়, গোটা দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বঙ্গ বিজেপির হেভিওয়েট নেতা তথা প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। স্বভাবতই বিজেপি নেতারা এখন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেবেন এক সময়ের সহকর্মীর বিরুদ্ধে। তথাগত রায় যেমন বাবুলকে ”বিশ্বাসঘাতক” আখ্যা দিলেন। অবশ্য পালটা জবাব পেতেও দেরি হয়নি।

তীর্যক ভাষায় টুইট করেন তথাগত। তিনি লেখেন, ”পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিকে বিপদে ফেলেছে বিশ্বাসঘাতকরা। বেচারা বাবুল সুপ্রিয়র উপর রাগ করে আর কী হবে? ও তো প্রথম বিশ্বাসঘাতক নয়! শেষও নয়। কিন্তু মতাদর্শ চিরন্তন। ব্যক্তিপূজা কখনও মতাদর্শকে হারাতে পারবে না। বিপদ কেটে যাবে।” এই টুইটের জবাবে সরাসরি প্রাক্তন রাজ্যপালকে বিঁধেছেন বাবুল। তিনি তথাগতর ভাষা নিয়ে কটাক্ষ করলেন। টুইটের উত্তরে বাবুল লিখলেন, ”আপনি কী টুইট করলেন এবং স্বপন দাশগুপ্ত কী বা কেমন ভাবে করেছেন তার তফাতটা দেখে নিন। স্বপনবাবু তাঁর শ্রেণি বুঝিয়ে দিয়েছেন আর আপনারটা সংবেদনহীন। আপনার টুইটের বিষয়বস্তু এবং ভাষা আপনার বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, বিশেষ করে রাজ্যপালের মতো পদে ছিলেন আপনি। আপনাকে চিনি বলেই বলছি।” প্রসঙ্গত, বাবুলের দলত্যাগে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন স্বপন দাশগুপ্ত। তিনি বাবুলকে ”দলের সম্পদ” হিসেবে তকমা দিয়েছেন।

আগামী ৫ বছরে এনএইচএআই’র আয় বেড়ে দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৪০ কোটি, দাবি গড়কড়ির

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আগামী পাঁচ বছরে টোল ট্যাক্সের মাধ্যমে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আয় বেড়ে দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৪০ কোটি টাকা। যা বর্তমান আয়ের প্রায় তিন গুণেরও বেশি। বর্তমানে দেশজুড়ে টোল ট্যাক্সের মাধ্যমে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বার্ষিক আয় ৪০ হাজার কোটি টাকা।

রবিবার টুইট করে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি। তিনি আরও বলেন, ২০১৩ সালের মধ্যে আর দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেস হাইওয়ে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রতিমাসে ১০০০ থেকে ১,৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেস হাইওয়ে প্রকল্পটিকে আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে ‘সোনার খনি’র সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এই প্রকল্পটি আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে জানিয়েছেন গড়গড়ি।

উল্লেখ্য ‘ভারতমালা পরিযোজনা’র প্রথম ফেজ এর অধীনে এই হাইওয়ে নির্মাণ প্রকল্পটি চলছে। দিল্লি থেকে মুম্বাই এর মধ্যে আট লেন বিশিষ্ট সড়কটি দিল্লি ছাড়াও হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটকে একসঙ্গে জুড়বে। দিল্লি থেকে মুম্বাই যেতে যেখানে বর্তমানে ২৪ ঘন্টার ওপর সময় লাগে। রাস্তাটি হয়ে গেলে সেই সময় কমে দাঁড়াবেই মাত্র ১২ ঘন্টা। আগামী দিনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ওই গোটা অঞ্চলের আর্থিক কর্মকাণ্ড আরও বৃদ্ধি পাবে বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহনমন্ত্রী।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদ প্রত্যাখ্যান করলেন অম্বিকা সোনি

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : অমরিন্দর সিংয়ের পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করার পর রাজ্যতে কংগ্রেসের যে শূন্যত তৈরি হয়েছে, তা পূরণ করার জন্য নভজ্যোত সিং সিধুর নাম ঘোরাফেরা করলেও হঠাত করে উঠে এসেছে পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ অম্বিকা সোনির নাম। তবে জানা গিয়েছে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিতে ইচ্ছুক নন কংগ্রেসের এই বর্ষীয়ান নেতা। জানা গিয়েছে, শনিবার শেষ রাত পর্যন্ত জট কাটাতে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর পদের দায়িত্ব নিতে রাজনীতিবিদ অম্বিকা সোনির নাম উঠলে তিনি বৈঠকেই সাফ না বলে জানিয়েছেন অম্বিকা সোনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, অম্বিকা সোনি রাহুল গান্ধীকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে একজন শিখকে নিযুক্ত করা না হলে তার প্রভাব পড়বে রাজ্য রাজনীতিতে।

ইতিমধ্যে পঞ্জাবের জন্য কংগ্রেসের তিনজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, যাঁরা প্রত্যেক বিধায়কের সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁদের মতামত নেওয়ার জন্য বৈঠক করছেন এবং এই তিনজন পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য দলীয় হাইকমান্ডের কাছে রিপোর্ট করবেন। তবে পঞ্জাব কংগ্রেসের অনেকেই জানিয়েছেন, যে ভাবে বিষয়টি ঘটেছে তাতে অনেকেই বিরক্ত। পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে ক্যাপ্টেন সিংয়ের পদত্যাগ নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর সামনে অনেক কিছু বিষয় তুলে ধরবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য।

সৌদিআরবের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর-র

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : তিনদিনের সফরে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছেন সৌদি আরবের বিদেশ মন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ। রবিবার রাজধানীতে তিনি ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিন দিনের এই সফরে আগামীকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভারত এবং সৌদি আরবের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় এদিন আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই প্রথমবার সৌদি আরবের বিদেশ মন্ত্রী ভারতে পা রাখলেন।

মমতার জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, দাবি বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুরে উপনির্বাচন। তার আগে গতকালই তৃণমূলে যোগ দেন বাবুল সুপ্রিয়। এরই মাঝে রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাবুল সুপ্রিয় বলেন, মমতার জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে বাবুল সুপ্রিয় আরও বলেন, ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রিত্বের মুখ মমতাই। সবচেয়ে পপুলার মানুষকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই। মমতা যে পপুলার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রিত্বের মুখ ছিলেন নরেন্দ্র মোদি। এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু, সময় বদলেছে। এখন ২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রিত্বের মুখ মমতাই। দেড় মাস আগেও বিজেপির কর্মী ছিলাম। নেতার কথাই বলতাম। এটা তো ঠিক কথা যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ভোট দিয়েছেন।

গুয়াহাটিতে আবারও এনকাউন্টার উদ্ধার ৫০০ গ্রাম হেরোইন

গুয়াহাটি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম পুলিশের মাদক-বিরোধী অভিযান আরও তীব্র করে তোলা হয়েছে। আজ রবিবারও এক অভিযান চালিয়ে গুয়াহাটির হিজুবাড়ি এলাকায় উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ৫০০ গ্রাম হেরোইন। হেরোইন পাচরকারীরা পালিয়ে যেতে চাইলে পুলিশ এনকাউন্টার করে। এতে একজন ঘায়েল হলেও বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

অসমের স্পেশাল ডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং জানান, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আজ সকালে গুয়াহাটি মেট্রো এবং কামরূপ গ্রামীণ জেলা পুলিশ হিজুবাড়িতে যৌথ অভিযান চালায়। ওই অভিযানে লাল রঙের একটি দামি কারে তালাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণের ড্রাগসগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এদিকে অন্য সূত্রের খবর, লাল রঙের গাড়িতে ড্রাগস পাচারে কয়েকজন আরোহী ছিল। পুলিশ যখন গাড়িতে তালাশি চালাচ্ছিল, তখন সুযোগ বুঝে এরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তাদের রুখতে গুলি ছুঁড়ে। এতে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অন্যদিকে, অসম পুলিশের এই সাফল্যের খবর টুইট করে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও।

জুয়ার আসরের প্রতিবাদ করায় অস্ত্র নিয়ে বাড়ি মালিককে তাড়া জুয়াড়িদের, ধৃত ২

দুর্গাপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) জুয়ার আসর বসানোর প্রতিবাদের মাশুল। উল্টে খোদ বাড়ি মালিককে ধারাল অস্ত্র নিয়ে তাড়া করার অভিযোগ উঠল জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রশ্ন উঠেছে সাধারন মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে। ঘটনাটি ঘটেছে, কাঁকসা দু”নম্বর কলোনিতে।

আক্রান্ত ওই বাড়ির মালিক সমর মল্লিক। পেশায় বেসরকারী সংস্থার কর্মী। কাঁকসা-২ নং কলোনীতে তার একটি পুরোনো ফাঁকা বাড়ি রয়েছে। ওই বাড়ীতে বর্তমানে থাকেন না। অভিযোগ ওই ফাঁকা বাড়ির বারান্দায় প্রায়দিনই কিছু সমাজবিরোধীদের আখড়া বসে। তার সঙ্গে জুয়ার আসর বসে বলে অভিযোগ। শনিবার তিনি ওই জুয়ার আসরের প্রতিবাদ করতে যান।

সমর মল্লিক বলেন, ’২ নম্বর কলোনির প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় তাদের একটি পুরোনো বাড়ি রয়েছে। ওই বাড়িতে প্রায় ২০ বছর ধরে আমরা থাকি না। বর্তমানে ওই গ্রামের অন্য একটি বাড়িতে থাকি। ওই বাড়িটি খালি রয়েছে। পাশে ঘরে আমার ভাই থাকে একাই। ওখানে বেশকিছু সমাজ বিরোধী জুয়ার আসর বসাচ্ছে অভিযোগ পাই। গত শুক্রবার ঘটনাস্থলে গিয়ে হতবাক হয়ে যায়। তাদের অন্যত্র যেতে বলি। ওইদিন তারা ঘর ছেড়ে চলে যায়। শনিবার সকলে গিয়ে দেখি ফের একইরকম জুয়ার আসর। তাদের উঠে যেতে বলতেই আমার ওপর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। কুড়ল নিয়ে তাড়া করে। প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। প্রান বাঁচাতে কোনভাবে পালিয়ে পুলিশেরর দারস্থ হই। কয়েকজন”কে শনাক্ত করে তাদের নাম সহ পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।’ তিনি আরও বলেন,’আমার বাড়ির সামনে স্কুল রয়েছে। এই রকম ঘটনা স্কুলের বাচ্চাদের নজরে পড়লে তাদের মনে কুপ্রভাব পড়বে।’

ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাহিনা বেগম বলেন, ’আমার কাছে এরকম কোন জুয়া খেলার অভিযোগ আসেনি। প্রাথমিক স্কুলের সামনে এই ধরনের ঘটনা নিন্দাজনক।’ ’অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ওই জুয়ার আসরে অভিযান চালায়। অভিযুক্ত দু”জনকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম ছোট্টু মিস্ত্রী ও বিশ্বনাথ দত্ত। জুয়ার আসার বসানোর অভিযোগে অপর এক অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কয়লাকাণ্ডে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাজিরার নির্দেশ দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কয়লাকাণ্ডে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টের। আগামী ৩০ তারিখ পাতিয়ালা হাউস কোর্টে হাজির হতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বারবার সমন পাঠানো সত্ত্বেও হাজিরা না দেওয়ায় আদালতে যায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডির আবেদনের ভিত্তিতেই তাঁকে আদালত হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে, কয়লাকাণ্ডের তদন্তে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে তলব করেছে ইডি। তাদের সেই সমনের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়লাকাণ্ডে, গত ১ সেপ্টেম্বর রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৬ সেপ্টেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-কে দিল্লিতে তলব করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ১ সেপ্টেম্বর দিল্লি যাননি অভিষেক-জায়া রুজিরা। ইডি সূত্রের খবর, অতিমারির ঝুঁকির কারণ উল্লেখ করে তিনি ইডিকে চিঠি দেন। কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, সেটা তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক বলেও চিঠিতে জানান রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ৮ সেপ্টেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের তলব করে ইডি। যদিও তিনি যাননি। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর ফের তৃণমূল সাংসদকে সমন পাঠায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তাতে বলা হয়,আগামী মঙ্গলবার তদন্তকারীদের সামনে উপস্থিত হতে হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।